প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড

১৩৩২

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY LIBRARY
২১৩৬৪

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা
বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

পশু হত্যা করা হইতেছে। ইহার মধ্যে যে বৎস বধ করা হয়,তাহা আরো সাংঘাতিক। কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত কসাইখানার গত ১৯১৯-২০ সালের গড়ে প্রতিবৎসরে ৮১৯৭টি বৎস হত্যা করা হইয়াছে। ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১১২১ টন্, ১৯২২-২৩ সালে ১২২১ টন্ এবং ১৯২৩-২৪ সালে ১১৭৫ টন বৎস-চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ভবিষ্যৎ গো-বংশ-রক্ষার একমাত্র উপায় বৎস। এই বৎস-হত্যা-সম্বন্ধে Mr. W. Smith, Imperial Dairy Expert বলেন, ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথে গো-রক্ষা একটি প্রয়োজনীয় ধাপ। ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের মতে গো-রপ্তানি বন্ধ করাই গো-রক্ষার উপায়, অনেকে আবার খাদ্যের জন্য গো-বধ নিবারণ করিতে সর্কারকে অনুরোধ করেন। গ্রাম্য একদল লোক মনে করেন, গো-চারণের জন্য বহু জমি রাখিয়া দিলেই সমস্যা মিটিবে। সকল কথার মূলেই সত্য আছে, কিন্তু আমার মতে গো-রক্ষার সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম উপায় সহরে বৎস শিশু গাভী ও শিশু মহিষীবধ নিবারণ। মফঃস্বলেও বহু পশু হত্যা করা হয়। সর্কার এ-বিষয়ে কোনো প্রতিকারের চেষ্টা করেন না। অবাধ গো-হত্যা দ্বারা দেশের প্রভূত অমঙ্গল-সাধনে—আমাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর তিমিরা-বৃত হইতেছে, সর্কার তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না, কারণ গোরা-সৈন্যের জন্যই বেশীর ভাগ গো-হত্যা সাধিত হইয়া থাকে। এই মাংস গো-মাংস ব্যতীত অন্য মাংসদ্বারা পূরণ করিতে গেলে অত্যধিক খরচের দর্কার। সুতরাং গো-হত্যা-রোধ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠিলেই 'জাতি--বিদ্বেষ-সৃষ্টি'র দোহাই দিয়া সর্কার বুদ্ধিমানের ন্যায় মৌন থাকেন।

বর্ত্তমানে কৃষক ও গোয়ালাগণও অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যবশতঃ গো-কুলের যে-ভাবে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা ভাবিলেও মর্ম্মাহত হইতে হয়। সাধারণতঃ গাভীর দুগ্ধের অর্দ্ধেকাংশই বৎসকে পান করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল তাহারা গরুর সবটুকু দুধই দোহন করিয়া লয়; অথচ তাহার পরিবর্ত্তে বৎসকে কিছুই খাইতে দেয় না। শৈশবাবস্থায় এইরূপ যত্নের ফলে বৎস রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পরবর্ত্তীকালে কিছুতেই উহাকে আর সবল করিতে পারা যায় না। তৎপর সহরে-সহরে নৃশংস অযথা ফুকা-প্রথায় দুগ্ধনিঃসরণ করিয়া গাভীগুলিকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে যে ১০।১২ মাস দুগ্ধদানের পর তাহারা কসাইয়ের হস্তে বিক্রীত হইয়া গাভী-জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়। তদ্ভিন্ন, পল্লীগ্রামে বলিষ্ঠ উপযুক্ত ষণ্ড নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা একটা গাভী নির্ব্বাচন করিতে বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকি; কিন্তু ষণ্ড-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে উদাসীন। সাধারণত, একটি গাভী হইতে সমস্ত জীবনে ৫।৬টির অধিক বৎস লাভের আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, একটি ষণ্ড প্রতিবৎসরে অন্ততঃপক্ষে ৫০টি বৎস উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ একটি ষণ্ডের উপর প্রায় ৪০০ বৎসের শুভাশুভ নির্ভর করে। উপযুক্ত ষণ্ড-নির্ব্বাচন যে কিরূপ গুরুতর কার্য্য তাহা ইহা হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। সমস্ত বাংলা দেশে সর্কারী ও বে-সর্কারী নানা অনুষ্ঠানকর্ত্তৃক মাত্র ১৫৮টি ষণ্ড পালিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সুসভ্য দেশ-সমূহের তুলনায় বর্ত্তমান কৃষিপ্রধান ভারত-বর্ষের গো-ধনের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ও তাহার ফল যে কি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে চলিয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাই-বার প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা আজ নানাদিক্ দিয়া অধঃপতনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। গো-জাতির ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশবাসী এই সর্ব্বনাশের গুরুত্ব হৃদয়-ঙ্গম করিতে পারিলেই, উন্নতির উপায় করিতে তাদের আগ্রহ জন্মিবে। ভারতের সম্মুখে আজ যে বিপুল কর্ত্তব্যের বোঝা রহিয়াছে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। জাতির চক্ষু ফুটিয়াছে, তারা নিজেরাই যদি এ-দিকে দৃষ্টি দেয়, তবেই দেশ বাঁচিবে, নচেৎ মরণ বরণ করিয়াই এ-জাতি ধ্বস্ত হইবে।

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(১)

এক্ষণে প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালিক অবস্থা যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ১৮৬২ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তথায় ফার্স্ট্ আর্ট্স্ পড়িতে লাগিলাম। ১৮৬৪ সালে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িবার জন্য আলবার্ট্ হলের দোতালায়স্থিত প্রেসিডেন্সী কলেজের থার্ড্ ইয়ারে পড়িতে গেলাম। আমরা যদ্যপি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম তথাপি সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপেই পরিগণিত হইতাম। ৺আনন্দ-মোহন বসু আমাদের সতীর্থ্য, ইহা মনে করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। আমাদের আর দুইজন বিখ্যাত সতীর্থ্য অদ্যাপি জীবিত আছেন। ১ম—প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুদিন ধরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে জজীয়তি করিয়া এক্ষণে পেন্‌শান্ লইয়াছেন। ২য়—রামচরণ মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের গবর্ণমেণ্ট্ উকীল ছিলেন। নিমাই বসু নামক বিখ্যাত হাইকোর্টের এটর্নী আর-একজন সতীর্থ্য।

আমরা যখন থার্ড্ ইয়ারে গিয়া ভর্ত্তি হইলাম, তখন স্যাণ্ডার্স নামক একজন বর্ষীয়ান্ সাহেব আমাদিগকে ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতেন। সাট্‌ক্লিফ্ অঙ্ক কষাইতেন।

বীবী নামক একজন সাহেব ইতিহাস পড়াইতেন। বোধ হয় তখন কাউয়েল্ সাহেব ছুটিতে বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন। নীচের তালায় একজন সাহেব কেমিস্ট্রী পড়াইতেন। তৎকালে ফিজিক্স্ স্বতন্ত্র ছিল না; ফিজিক্স্ ও কেমিস্ট্রী একই ছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা পড়াইতেন। ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্র মিত্র নামক একটি বাবু বাঙ্গালা পড়াইতেন। আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র সুতরাং আমরা বাঙ্গালা পড়িতাম না। কে এম্ ব্যানার্জ্জি কৃত ষড়্দর্শন-সংবাদ এবং মাইকেল মধুসূদন কৃত মেঘনাদ-বধ কাব্য কোর্স্ ছিল। ফোর্থ্ ইয়ারে উঠিয়া অনেক নূতন সাহেব দেখিলাম। সী-এইচ্-টনী নামক একজন লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন সাহেব আমাদিগকে ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। ক্রফ্‌ট্ নামে একজন সাহেব ফিলসফি পড়াইতেন। সী-বী-ক্লার্ক্-নামে একজন তৃতীয় র‍্যাংলার সাহেব অঙ্ক কষাইতে লাগিলেন। এই ক্লার্ক্-সাহেব চারিটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আনন্দমোহন বসুকে একবারেই বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। তৎকালে বি-এ পরীক্ষার একমাস পরে এম্-এ পরীক্ষা হইত। সুতরাং আনন্দ-মোহন আমাদের সঙ্গে বি-এ দিলেন, এবং একমাস পরেই এম্-এ দিলেন। দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ ক্লার্ক্ সাহেব আনন্দমোহন বসুকে বিলাতে পাঠাইবার প্রধান উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনের অর্থাভাব হেতু সাট্‌ক্লিফ সাহেব তাঁহাকে একবৎসরের জন্য এঞ্জিনীয়ারিং প্রোফেসর করিয়া দিলেন। তাহাতে যে টাকা উপার্জ্জিত হইল, তাহা লইয়া আনন্দমোহন বিলাত গেলেন। তৎকালে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গেই ছিল। আনন্দমোহন যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ক্রীক্ রো'তে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। একদিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি উপর তালায় ছিলেন। আমি নাম পাঠাইয়া দিবামাত্র তিনি চটি জুতা পায় নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং প্রীতিপূর্ণবচনে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। আমি বলিলাম—"আনন্দমোহন! আমি মনে করিয়া-ছিলাম তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা নহে। তুমি ঠিক সেই আনন্দমোহনই আছ।" তাহাতে আনন্দমোহন বলিলেন—"এজীবনে আপনাদিগকে কখনো ভুলিতে পারিব না।"

আমাদের সময় ৬টি বিষয়ই কম্পাল্‌সারি ছিল। ১ম ইংরেজি, ২য় অঙ্ক, ৩য় সংস্কৃত বা বাঙ্গালা, ৪র্থ ফিলসফি, (mental ও moral), ৫ম ইতিহাস এবং ৬ষ্ঠ কেমিস্ট্রী বা কনিক্স্। আমি দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিহাসে ৩ নম্বরের জন্য ফেল হইয়াছিলাম। ক্যাপ্টেন্ আইভস্ ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি আনন্দমোহন প্রভৃতি ভাল ভাল ছাত্রকে এত কম নম্বর দিয়াছিলেন, যে, সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব গ্রেস্ দিয়া অনেককে পাস্ করিয়া দিলেন। ইতিহাসে ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ হইলেই পাস্ হওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে বৎসর ১২০ জন বি-এ ছাত্রের মধ্যে ৮০ জন ইতিহাসে ফেল হইয়াছিল; আমরা শুনিয়াছিলাম আইভ্স্ সাহেব নিজে বি-এ বলিয়া তাঁহাকে এম্-এর পরীক্ষক করা হয় নাই, এইজন্য তিনি রাগ করিয়া ঐরূপ ফেল করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান্‌ই জানেন। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, খড়ি খাগড়ার প্রাণ যায়।" প্রথমতঃ ঐবার ফেল হওয়াতে আমার মনে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমি কখনো কোন পরীক্ষায় ফেল হই নাই। সুতরাং ফেল হওয়াতে আমার শরীর এরূপ ভগ্ন হইয়া পড়িল যে, আমি পর বৎসরে আর বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিলাম না। এস্থলে আমি পাঠক ছাত্রদিগকে একটি বিষয় বলিব। লোকে প্রবাদ আছে "দেখে শিখে ও ঠেকে শিখে।" আমার অদৃষ্টে "ঠেকে শিখে" ঘটিয়াছে। আমি পঠদ্দশায় নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বড় মনোযোগ দিই নাই। অসময়ে আহার ও অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়াতে আমার সাঙ্ঘাতিক "পিত্তশূল" রোগ উপস্থিত হইল। অদ্যাপি ঐ রোগে ভুগিতেছি, এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন ঐ রোগে ভুগিতে হইবে। আমি যখন চাকুরি করিতাম, তখন পকেটে খানিকটা সোডা লইয়া যাইতাম। পড়াইতে-পড়াইতে শূল-বেদনা উপস্থিত হইলে মালী দ্বারা জল আনাইয়া ঐ সোডা খাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তবে আবার পড়াইতাম।

আমার ন্যায় আর যেন কেহ এরূপ পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত না হন—ইহা আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। পাঠক বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই রোগে আক্রান্ত হওয়াতে একটি আম্রও খাইতে পারিতেন না। আমারও দশা তাহাই। অতএব হে ছাত্রগণ! তোমরা সাবধান হও; কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। শরীর রক্ষা কর, নতুবা কোন ধর্ম্মের সাধন হইবে না।

১৮৬৯ সালের প্রথমেই আমার প্রেসিডেন্সী কলেজে চাক্‌রি হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সীনিয়ার সংস্কৃত-অধ্যাপক ছিলেন। এবং স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জুনিয়ার সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। একদিন হঠাৎ কৃষ্ণকমল বাবু আমাকে বলিলেন—"হরিশ! তুমি আমাদের কলেজে অ্যাডিশনাল পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব আগামী কল্য হইতে চাক্‌রিতে যাইও; তুমি অগ্রে সাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও।" আমি তাঁহার আদেশানুসারে পরদিন সাটক্লিফ্‌ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণকমল তোমাকে পাঠাইয়াছেন।" আমি কহিলাম —"আজ্ঞে।" তিনি কহিলেন—"যাও, চাক্‌রি করগে।" এইরূপে বিনা দরখাস্তে আমার চাক্‌রি হইল।

আমার চাকরির কারণ আমি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। ডাঃ কে, এম, ব্যানার্জ্জি তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষক হইতেন। তিনি নাকি সাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, যে "তোমার কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ান হয় ভাল; কিন্তু ব্যাকরণ পড়ান বা অনুবাদ করান ভাল হয় না।" সাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেব কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দুই কার্য্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন।

আমি যখন প্রথম চাক্‌রি করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দেখিলাম প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এবং মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফার্স্‌ট্‌ ইয়ার ও সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ান। প্যারি-বাবু ইংরেজি-কবিতা ও মহেশ-বাবু ইংরেজি-গদ্য পড়াইতেন। রীস্ নামে এক ফিরিঙ্গী সাহেব অঙ্ক কষাইতেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। আমি প্রত্যহ এক ঘণ্টা মাত্র কার্য্য করিতাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান ও ইংরেজি হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করান আমার উপর ভার ছিল। আমি প্রথম দিন যখন ক্লাসে পড়াইতে যাই, তখন ছাত্রেরা একটু চঞ্চল হইয়াছিল। তাহারা রাজকৃষ্ণ-বাবুকে বলিয়াছিল—মহাশয়! আমাদের একটি 'কুচো' পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজকৃষ্ণ-বাবু না কি বলিয়াছিলেন—"ওহে বাবু! ও বড় কুচো পণ্ডিত নয়, ও বড় বুড়ো পণ্ডিত, ইহার পর দেখিতে পাইবে।" ইহার পর হইতে ছাত্রেরা আমাকে খুব ভক্তি করিতে লাগিল। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; এবং কেহ-কেহ [অধরচন্দ্র সেন প্রভৃতি। সেই অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল] রাজকৃষ্ণ বাবু যাহা পড়া দিতেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিত। আমি বলিতাম—"দেখ বাপু! ইহাতে রাজকৃষ্ণ-বাবু আমার উপর রাগ করিতে পারেন।" ছাত্রেরা বলিত—"মহাশয় আমাদের ত পড়া চাই।"

এইরূপে ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৩ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর চাক্‌রি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন সাটক্লিফ সাহেব আসিয়া বলিলেন—Pundit, your service is no longer needed. আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি কহিলেন, It is the order of the Lt. Governor. আমাকে ঐ কথা বলিয়া মহেশ-বাবুকে কহিলেন, You are pensioned off. মহেশ-বাবু কহিলেন, আমার ত এখন পেন্‌শনের সময় হয় নাই। তাহাতে সাট্‌ক্লিফ্‌ কহিলেন, You are compelled to retire. তৎকালে ক্যাম্বেল নামক একজন ছোটলাট বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া বিলাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচার্থ আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই সকল সর্‌কারী ডিপার্টমেণ্ট্‌ হইতে লোক ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে পটলডাঙ্গার মেডিক্যাল কলেজের এক দিকে বাঙ্গালা ডাক্তারী ক্লাস ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের চাক্‌রি যাওয়ার পর আমি আর কোন চাক্‌রি করি নাই; পৈতৃক "গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র" চালাইতে লাগিলাম।

যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের সৃষ্টি হয় নাই তখন Hindu College নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। তাহার দুইটি Department ছিল—Senior ও Junior। শ্রীযুক্ত প্যারিচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রসিকলাল সরকার ইত্যাদি অনেকগুলি ছাত্র ঐ বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন Captain Richardson নামে একজন সাহেব শিক্ষক ছিলেন। তিনি Richardson's Selections নামে দুইখানি বই প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তকগুলি Hindu Collegeএ পড়া হইত। আমরা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, একদিন Macaulay সাহেব ঐ College দেখিতে আসেন। তিনি ছাত্রদিগকে Hamlet হইতে সুপ্রসিদ্ধ passageটি—to be or not be—ব্যাখ্যা করিতে দেন। ছাত্রেরা নীরব হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল—যখন Macaulay সাহেব এই স্থানটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন এই স্থানে অন্য কোন গূঢ় অর্থ থাকিবে, এই ভাবিয়া তাহারা কেহ কিছুই বলে নাই। তাহা দেখিয়া Richardson সাহেব ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি তোমাদিগকে যেরূপ পড়াইয়াছি, তাহা বল। তাহাতে ছাত্রেরা বলাতে Macaulay সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সময়ে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বাবু অ্যাসিস্‌টাণ্ট্‌ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি Head Clerkএর কাজ করিতেন, এবং প্রত্যহ ১১টার পর একবার সকল class পর্য্যটন করিয়া যাইতেন। তৎকালে Presidency College ১১টার সময় বসিত। (হরমোহন-বাবুর ২য় পুত্র চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরে Deputy Magistrate হইয়াছিলেন।) হরমোহন-বাবুর আর-একটি কাজ ছিল জরিমানা আদায় করা। Principal সাহেব বা অন্য কোন professor যদি কোন ছাত্রের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে জরিমানা করিতেন, তাহা হইলে হরমোহন-বাবু ঐ জরিমানার টাকা আদায় করিতেন। একবার বিখ্যাত ছাত্র কমলাকান্তকে কোন professor ১৲ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। পরদিন কমলাকান্ত ১৲ টাকার পয়সা, আধ-পয়সা ও কড়ি আনিয়া হরমোহন-বাবুর টেবিলে রাখিয়া দেয়। হরমোহন-বাবু কহিলেন, "কমলাকান্ত! ও কি?" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! জরিমানার টাকা।" হরমোহন-বাবু বলিলেন, "আমি এত পয়সা, আধ-পয়সা ও কড়ি গণিতে পারিব না।" কমলাকান্ত কহিল—"মহাশয়! এ-সবের কি মূল্য নাই? মহাশয় আপনি যদি না লন, বলুন, আমি সাহেবের নিকট গিয়া দিই।" তাহাতে হরমোহন-বাবু বলিলেন, "না, না, আর তোমার সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার দর্‌কার নাই। আমি লইতেছি।" বলা বাহুল্য, যে, হরমোহন বাবু সাটক্লিফ্‌ সাহেবকে বড় ভয় করিতেন। হরমোহন-বাবুর সহিত কমলাকান্তের এইরূপ তামাসা চলিত। একদিন First Year Classএর একখান কাচ ভাঙ্গিয়া যায়। হরমোহন-বাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন, "কমলাকান্ত! তোমাকে কাচের দাম দিতে হইবে।" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয় জানিলেন কিরূপে যে আমি কাচখানা ভাঙ্গিয়াছি।" হরমোহন-বাবু কহিলেন, "তুমিই যত অনিষ্ট করিবার কর্ত্তা।" কমলাকান্ত কহিল, "মহাশয়! সেদিন দপ্তরি যে কালীর বোতল ভাঙ্গিয়াছিল, সে কাজটি কি আপনি করিয়াছিলেন?" হরমোহন-বাবু বলিলেন, "আরে সে দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! আমাদের ঘরের কাচ যে দৈবাৎ ভাঙ্গে নাই, আপনি জানিলেন কেমন করিয়া?" হরমোহন-বাবু কহিলেন, "তোমরা হুটোপাটি করিয়া কাচ ভাঙ্গিয়াছ, আমি সাহেবকে বলিয়া দিব।" কমলাকান্ত বলিল, "আজ্ঞে! আমিও সাহেবকে বলিব, যে, হরমোহন-বাবু গবর্ণমেণ্টের এক বোতল কালী নষ্ট করিয়াছেন।" হরমোহন-বাবু কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতাম ও

translation করাইতাম। একদিন কমলাকান্ত আমাকে বলিল,—"পণ্ডিত মহাশয়! ব্যাকরণ ত মুখস্থ হয় না, কি করি বলুন দেখি? ইহার কি কোন সহজ পথ নাই?" আমি বলিলাম, "বাপু! আমরা বালক কাল হইতে ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়াছি। কোন সহজ পথ ত দেখি নাই।" কমলাকান্ত বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি যদি না বকেন, তাহা হইলে বলি।" আমি কহিলাম, "কি বল না।" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! না পড়াই সহজ পথ।" আমি বলিলাম, "বাপু! একটু একটু পড়িও, নতুবা বিদ্যা হইবে কেন? পরীক্ষায় ফেল হওয়া বড় লজ্জার কথা।" আর-একদিন কমলাকান্ত আমায় বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আমি ত translation লিখিতে পারি না, আঙুল ব্যথা করে।" আমি কহিলাম, "তুমি এত ইংরেজি লেখ কেমন করিয়া?" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! ইংরেজি খুব চড়চড় করিয়া লিখিতে পারি, তাহাতে ত আঙুল ব্যথা হয় না। সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে গেলে আঙুলের বড় খাটুনি হয়; বিশেষতঃ বুড়ো আঙুলে সংযুক্ত অক্ষরগুলো লিখিতে বড় কষ্ট হয়। শীঘ্র লিখিতে পারা যায় না, বড় দেরি হয়।"

তিন বৎসর বেকার বসিয়া থাকার পর ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার আবার পূর্ব্বের চাকুরিই হয়। পাঠক দেখুন, আমার ৮বৎসর break of service হইল। দ্বিতীয়বার চাকুরির কারণ আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি।—ছোটলাট ক্যাম্বেল্ সাহেব ৩ বা ৩।• বৎসর চাকুরি করিয়া অসুস্থ-দেহ হইয়া পড়েন। ডাক্তারগণ তাঁহাকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি স্বদেশে গমন করিলেন। মিস্টার গ্রে নামক একজন সাহেব Offg. ছোট লাট হইলেন। ঐ সময় সাটক্লিফ সাহেব কৃষ্ণকমল-বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ছাপাখানার কাজ করিতেছি; হঠাৎ একদিন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সংস্কৃত কলেজের একটি বেহারা দ্বারা পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইলেন—"হরিশ! তুমি এখনি সাটক্লিফ সাহেবের সঙ্গে Senate House এ গিয়া দেখা কর।" তাঁহার আদেশক্রমে আমি তথায় গিয়া সাটক্লিফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। আমি এম্‌নি বোকা যে গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত একদিনও দেখা করিতে যাই নাই। কিন্তু তিনি আমাকে ভুলেন নাই। আমি যাইবামাত্র তিনি কহিলেন—"How are you, Haris?" আমি কহিলাম—"In a manner starving." ইহা শুনিয়া সাহেব আমাকে কহিলেন—"Go to the Presidency College and take out your Routine." এই আমার appointment। এস্থলে পাঠক! একটি মজার কথা শুন। Presidency Collegeএ একটি ৫০৲ টাকার চাকুরি হইবে জানিতে পারিয়া ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একটি M.A. ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া সাটক্লিফ সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন; গিয়া বলিলেন—"Sir, Sir, শুনিলাম আপনার কলেজে একটি চাকুরি খালি আছে; তজ্জন্য এই একটি M.A. ছাত্রকে আনিয়াছি; আপনি ইহাকে ঐ চাকুরি দিন।" সাটক্লিফ সাহেব বলিলেন,—"Where is Haris? Is he in Calcutta? Is he employed elsewhere? Better call him, Mahes! I do'nt want any M.A"—ন্যায়রত্ন-মহাশয় হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

সাটক্লিফ্ সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি সেই দিনই Presidency Collgeএ গেলাম; এবং তথাকার asst. secretary মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। (পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম ব্রজনাথ লাহিড়ী।) তিনি আমাকে দেখিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"তুমি বৈদিক?" আমি বলিলাম—"বৈদিক বলিয়া আপনি অত ভয় পাইলেন কেন?" তিনি কহিলেন "না না।" পরে এই ব্রজবাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

এবার যখন Presidency Collegeএ প্রবেশ করিলাম তখন অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। ১ম Senate House হইয়াছে; ২য় Presidency College বাড়ী হইয়াছে; ৩য় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে Librarian ছিলেন, এক্ষণে Asst. Registrar হইয়াছেন; ৪র্থ হরমোহন-বাবু নাই, তৎপদে পূর্ব্বোক্ত ৺ব্রজনাথ লাহিড়ী নিযুক্ত হইয়াছেন; ৫ম Chemistry পড়াইবার জন্য Pedler নামে এক সাহেব আসিয়াছেন; Physics স্বতন্ত্র পড়ান

হইতেছে, তজ্জন্য Booth নামে একজন সাহেব আসিয়াছেন; ৬ষ্ঠ অঙ্ক পড়াইবার জন্য শ্রী বিপিনবিহারী গুপ্ত আসিয়াছেন। B.A. Class এ পড়াইবার জন্য ম্লাশ নামে আর-একটি সাহেব আসিয়াছেন। তাহার অনেক দিন পরে ম্লিটল্ নামে একটি সাহেব অঙ্ক পড়াইবার জন্য আসেন। কার্জ্জ সাহেব Botanical Gardenএ চলিয়া গিয়াছিলেন। সাটক্লিফ্ আর পড়াইতেন না। তিনি আমাদের Principal, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar ছিলেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র নামে এক ব্যক্তি Booth সাহেবের assistant ছিলেন। তিনি প্রাচীন হইয়াছিলেন এবং একটু বেশী মোটা ছিলেন। বুথ্ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে তাড়া করিতেন। একদিন সাহেবও রাজকৃষ্ণ-বাবুকে "নিকাল দেও" বলাতে উক্ত রাজকৃষ্ণ-বাবু মনে করিলেন যে সাহেব তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য চাপরাশিকে হুকুম দিতেছেন ও ভয়ে পলায়ন করেন। পরে জানা যায় যে সাহেব নিকল নামক সাহেবের গ্রন্থ চাহিয়াছিলেন। যতক্ষণ না রাজকৃষ্ণ-বাবু কলেজের কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইলেন; ততক্ষণ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঐ প্রকাণ্ড জোয়ান আইরিশম্যান বুথ সাহেব যাইলেন। রাজকৃষ্ণ-বাবু গেটের বাহিরে বড় রাস্তায় গেলে সাহেব নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া রাজকৃষ্ণ-বাবু শীঘ্র পেন্‌শন্ লইলেন তবে বুথের ভয় তাঁহার ঘুচিল। রাজকৃষ্ণ-বাবুর পদে হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন M.A নিযুক্ত হন। হৃদয়-বাবু অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বুথ সাহেবের মন জোগাইয়া চলিতে পারিতেন, তজ্জন্য উক্ত সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। দুঃখের বিষয়! হৃদয়-বাবু আর এ-জগতে নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি B. A. নামক একজন ছাত্র Chemistry Professorএর assistant ছিলেন। পেড্‌লার সাহেব যখন Director হইয়া যান তখন পি, মুখার্জ্জি নামক একজন বিলাত-ফেরত হুগলী কলেজ হইতে Presidency Collegeএ আসেন। তিনি পরে Presidency Circleএর Inspector of Schools হইয়াছিলেন; এবং এক্ষণে পেন্‌শন্ লইয়াছেন। তাঁহার এই বিশেষত্ব ছিল, যে, তিনি আমার পুরাতন ছাত্র হইলেও আমার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় কথা না কহিয়া ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতেন।

তাহার অনেক দিন পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু বিলাত হইতে আসিয়া Presidency Collegeএ ক্রমান্বয়ে Chemistry ও Physics পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা দুইজনেই অতি ভদ্রলোক। বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনে কোন অহঙ্কার নাই। জগদীশচন্দ্র বসু এক্ষণে একটি নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রথিতযশাঃ হইয়াছেন। সেকথা পাঠক জানেন বলিয়া আর বলিলাম না। প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধী মহাত্মার শিষ্য হইয়া দেশে-দেশে চর্‌কার চলন করিতেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ও আমি একত্র হইয়া "রসার্ণব" নামে একখানি সংস্কৃত রসগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। Asiatic Society of Bengal এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়াছেন।

সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব পেন্‌শন্ লইয়া বিলাত যাইবার সময় Croft সাহেবকে Director of Public Instruction করিয়া যান। ঐ পদ টনি সাহেবের পাওয়া উচিত ছিল; কারণ তিনি ১বৎসরের senior in service ছিলেন। লোকে বলে, যে, সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব Croft সাহেবকে বিশেষ চতুর দেখিয়া ঐ কাজ করেন। টনি সাহেব বড় ভাল মানুষ বলিয়া তাঁহাকে Presidency College এর Principal ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar করিয়া যান। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তে Croft সাহেব ও টনি এ উভয়ের মধ্যে বড় মনোভঙ্গ (বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে চটাচটি বলে) হইয়াছিল। টনি সাহেব যদি কখন তাঁহার অধীনস্থ কোন শিক্ষকের প্রমোশন্ হউক বলিয়া লিখিতেন, Croft সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিতেন। এই বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার দশ বৎসর কোন প্রমোশন্ হয় নাই। ৫০৲ টাকা বেতনে থাকিতে হইয়াছিল। পরে টনি

সাহেব একবার বিলাত যাওয়াতে বেলেট্ নামে এক-জন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। আমি ঐ বেলেট্ সাহেবকে আমার দুর্দ্দশার কথা বলিয়াছিলাম। আমার ভাগ্যক্রমে ঐ বেলেট্ সাহেবই ছয়মাসের জন্য ডিরেক্টর্ হইয়া যান। তিনি আমার কথা মনে করিয়া স্বয়ং আমাকে ৫০৲ হইতে ৭৫৲ গ্রেড্ দেন। পরে যখন টনি সাহেব একবার ডিরেক্টর্ হইয়া যান, তখন আমাকে ১০০৲ হইতে ১৫০৲ গ্রেড দেন। টনি সাহেব বিপিনবিহারী গুপ্ত M. A. ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং আমরা যাহাতে কিছু টাকা পাই তাহার উপায় করিয়া দিতেন। বিপিন-বাবুকে ১০০৲ টাকার একটি মেম-পড়ান কাজ জুটাইয়া দিয়া-ছিলেন। লরেটো হাউসের একজন বিবি শিক্ষয়িত্রীকে অঙ্ক কষাইতে হইত। আর আমাকে নক্‌স্ নামক এক সাহেব-পড়ান কাজ জুটাইয়া দিয়াছিলেন; বেতন ৪৫৲ টাকা। নক্‌স্ সাহেব পরে এলাহাবাদ হাই কোর্টের চিফ্ জাষ্টিস্ হইয়াছিলেন। আর Robinson Crusoe নামক একখানি ইংরেজী পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আমাকে দেন। আমি ঐ কার্য্যে প্রায় ২৫০৲ টাকা পাইয়াছিলাম।

একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের 1st Year ছাত্রেরা টনি সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিল যে,—"মহাশয়! আমরা মুসলমান ছাত্রদিগের নিকট বসিতে পারিব না; কারণ, তাহাদের মুখ হইতে বড় পেঁজের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের অসহ্য হয়।" এই দর-খাস্ত পাইয়া প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ হরিশ! তোমার ছাত্রেরা কি দরখাস্ত করিয়াছে।" তাহা পাঠ করিয়া আমি বলিলাম,—"মহাশয় যে-ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহা পালন করিব।" তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন—"হরিশ! আমি কোন বন্দোবস্ত করিব না, যাহা করিতে হয় তুমি কর।" আমি "যে আজ্ঞে" বলিয়া পরদিন আমার ঘরের বেহারাকে একখানি বড় বেঞ্চ আমার বামদিকে দিতে বলিলাম, এবং মুসল-মান ছাত্রদিগকে বলিলাম, "তোমরা প্রত্যহ এই বেঞ্চে বসিও, আর কোন বেঞ্চে বসিও না।" এবং হিন্দু ছাত্র-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"বাপুসকল! তোমরা সকলেই আমার ছাত্র; কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকেই আমি সমান চক্ষে দেখি; কোন ইতরবিশেষ করি না।" এই বলিয়া ভবভূতির উত্তরচরিত হইতে বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে ইত্যাদি একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সকল ছাত্রকে কহিলাম,—"বাপুসকল! তোমাদের পরস্পর জাতিভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু আমার নিকট কোন জাতিভেদ নাই। আমার নিকট পড়ার ভালমন্দই জাতি, অর্থাৎ যে ভাল পড়ে, সেই আমার নিকট ভাল জাতি আর যে আমার লেক্‌চারে মনোযোগ দেয় না, সে আমার নিকট মন্দ জাতি। জগতে জাতিভেদে আহার ও ব্যবহারের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা অপরের উচিত নহে। দেখ, আমার পিতার একটি ছাপাখানা আছে। আমি তথায় কার্য্য করি। ছাপাখানায় হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিই আছে। আমি তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করি।" আমার এইরূপ উপদেশ শুনিয়া আমার ছাত্রেরা নীরব হইয়া রহিল। হইতে পারে, এই-রূপ বন্দোবস্তে হিন্দু ছাত্রেরা আমার উপর বিরক্ত হইল; কিন্তু মুসলমান ছাত্রেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল; জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে অপরজন বিরক্ত হয়। এরূপ স্থলে শিক্ষক সমদর্শী হইবেন; কখনো ভিন্ন-ভাবাপন্ন হইবেন না। ইহাই আমার মত।

আমার ছাত্রেরা এক-একদিন এক-একটি কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। একদিন এক ছাত্র কহিয়াছিল—মহাশয়, কর্ম্মফল যদি প্রবল হইল, তবে ঈশ্বরকে মানিবার দরকার কি? আপনি বলিয়া থাকেন "নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" অর্থাৎ কর্ম্মফলের নিকট বিধাতাও প্রবল হইতে পারেন না। এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি কহিলাম "বাপু! তোমরা জান, হাই কোর্ট একটি আছে, এবং জেলখানাও আছে। কোন অপরাধীকে হাই কোর্ট দণ্ড দিলেন—৭ বৎসর মেয়াদ। পুলিশের লোকে তাহাকে জেলে লইয়া গেল; তথায় জেল-দারোগা

সাহেব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন—"তাহাকে পাথর ভাঙ্গিতে হইবে।" এক্ষণে দেখ বাপু! মনে কর, High Court ভগবান্। কর্ম্মফল জেলদারোগা। এস্থলে অপরাধীকে ৭ বৎসর ধরিয়া মেয়াদ খাটিতে হইবে, ইহা High Court এর হুকুম। High Court এমন কথা বলে নাই, যে তাহাকে এই-এই কাজ করিতে হইবে। সেকাজ জেলদারোগা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। এক্ষণে এই উপমার সহিত জগতের জীবের তুলনা করিয়া দেখ। জীব পূর্ব্বজন্মে যে-সকল কার্য্য করে, ভগবান্ তাহা দেখিয়া থাকেন; কারণ, তিনি সাক্ষী-মাত্র ইহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। জীব পূর্ব্বজন্মে পাপ বা পুণ্য যাহাই করে, পর জন্মে তাহার তদ্রূপ ফলভোগ করে। যদি একটু পুণ্য করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই-পরিমাণে সুখভোগ করে। যদি একটু পাপ করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই-পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এস্থলে দেখ, কিরূপ সুখ বা কিরূপ দুঃখ জীব ভোগ করিবে, তাহা তাহার কর্ম্মফলের অনুসারে হইয়া থাকে। ভগবান্ তাহার ইতরবিশেষ কিছুই করেন না।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে Gil-Christ পরীক্ষা দিবার জন্য দুইটি ছাত্র উপস্থিত হইলেন। ১ম H. M. Percival, ২য় P. K. Lahiri। যে-কয়েক দিন পরীক্ষা হইয়াছিল, সে-কয়েক দিন আমাকেই guard হইতে হইয়াছিল। ঐ পরীক্ষায় Percival সাহেব পাশ হইয়া বিলাতে চলিয়া যান; পরে তথা হইতে পাশ হইয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে Professor হন। P. K. Lahiri Metropolitan Institution এর অন্যতম Professor ছিলেন। তিনি পাশ না হওয়াতে বিলাত যাইতে পারিলেন না। Tawney সাহেব তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আসিতে দিলেন না; বরং তাঁহার বেতন ৫০০৲ টাকা করিয়া দিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি Tawney সাহেবের চিঠি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে! সাহেবেরা আমার কলেজ খেলো করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি তাহা কখনই করিতে দিব না।"

আরও কিছুদিন পরে P. K. Ray ঢাকা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া philosophy পড়াইবার professor হইলেন। তিনি একখানি Logic রচনা করেন।

Presidency Collegeএর Libraryর প্রথম Catalogue প্রস্তত করিবার ভার Rowe সাহেবের উপর পড়ে। এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকসকলের Cata-logue করিবার ভার আমার উপর পড়ে। কিন্তু Rowe সাহেব ইংরেজি ও সংস্কৃত, ও বাঙ্গালা সমগ্র Catalogue প্রস্তত করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন; তিনি কেবল শেষ প্রুফটি দেখিতেন। আমি অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

রাজকৃষ্ণ-বাবুর পেন্‌শন্ হওয়াতে ঐপদে নীলমণি মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, এবং ৬ মাস আমাদের সঙ্গে পড়িয়া উপরি শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—"এ-ছেলেটা বড় ধেড়ে, একে উপর শ্রেণীতে দেওয়াই ভাল।" নীলমণি-বাবু রামচন্দ্র মিত্রের Private tutor ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন বাঙ্গালা পড়ান হইত, সংস্কৃত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তৎকালে রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাঙ্গালা Professor ছিলেন। তাঁহার পর কৃষ্ণকমল-বাবু, senior professor হন। সুতরাং রাজকৃষ্ণ বাবু-গেলেও আমরা ৩ জন professor রহিলাম—১ম কৃষ্ণকমল-বাবু ২য় নীলমণি বাবু, ও ৩য় আমি। নীলমণি বাবু M. A. পাশ করিয়া ২৪ পরগণার Assistant Deputy Inspector of Schools হইয়া-ছিলেন। ২৪ পরগণায় ২জন Deputy Inspector of Schools ছিলেন—১ম রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ও নীলমণি মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি চাকুরি খালি হওয়াতে (অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ-বাবুর পেন্‌শন্ হওয়াতে) নীলমণি-বাবু জোগাড় করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন।

কিছুদিন পরে তৎকালীন High Courtএর জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কৃষ্ণকমল-বাবুকে High Courtএর ওকালতি করিতে পরামর্শ দিয়া Presidency College

ছাড়িতে বলেন। তিনি কলেজ ত্যাগ করিলে নীলমণি-বাবু ঐ পদে উন্নীত হন; এবং আমিও নীলমণি বাবুর পদে উন্নীত হইলাম। সুতরাং এ-সময় আমরা ২ জন বই আর Professor রহিলাম না; কারণ আমার পদটি গবর্ণমেণ্ট্ abolish করিয়া দিলেন, তৎপদে আর নূতন লোক রাখিলেন না। ইহাতে নীলমণি-বাবু 3rd year ও 4th year পড়াইতে লাগিলেন; এবং আমি 1st year ও 2nd year পড়াইতে লাগিলাম। আমি তখন একজন Professor হইলাম। Lord Ripon যে Education Report প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে কলেজের অধ্যাপক মাত্রেই professor হইবেন, assistant professor বলিয়া আর নাম থাকিবে না। ঐ নিয়ম অনুসারে বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় professor হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি assistant professor of Mathematics ছিলেন। Lord Ripon Professorদিগকে এরূপ ক্ষমতা দিয়া ছিলেন যে তাঁহারা ছেলেদিগকে fine করা বা rusticate করা যে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন *without reference to the Principal.* এই সময় Rowe সাহেব কয়েক মাসের জন্য off. principal হইয়াছিলেন। তিনি Reportএর ঐ underlined কথাগুলি পাঠ করিয়া বড়ই চটিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন Principal সর্ব্বময় কর্ত্তা; Professorগণ তাঁহার অধীন। Lord Ripon তাহা করিয়া যান নাই। তিনি সকল Professorকে সমান ক্ষমতা দিয়া গিয়াছিলেন। (Lord Ripon প্রকাশিত Education Report দেখুন।)

প্রতিবৎসর 1st year ও 3rd year classএ যে পরীক্ষা হইত, তাহার ফল দেখিয়া ছাত্রদিগকে promotion দেওয়া হইত। ঐ দুই পরীক্ষার ফল বিপিন-বাবু ও আমি দুইজনে একত্র হইয়া স্থির করিতাম। Tawney সাহেব ঐ ভার আমাদের দুইজনের উপর দিতেন। Tawney সাহেব এতাদৃশ সদাশয় লোক ছিলেন যে, ছাত্রেরা ফেল হইলে যদি আমরা অনুরোধ করিতাম, তাহা হইলে Tawney সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে promoted করিতেন। একবার একছাত্র অঙ্কে শূন্য পাইয়াছিল। বিপিনবাবু অনুরোধ করিলেন—ঐ ছাত্রকে উঠাইয়া দিউন, আমি 2nd yearএ তাহাকে প্রস্তুত করিয়া লইব। Tawney সাহেব হাসিয়া সই করিলেন। এইরূপ কার্য্য করাতে ছাত্রেরা আমাদের দুইজনকে বড় ভালবাসিত, এবং আমাদের খুব বাধ্য ছিল। একবার Robson নামে একটি সাহেবের টমটম গাড়ী ঘিরিয়া ছাত্রেরা দাঁড়াইয়াছিল। সাহেব কিছুতেই বাড়ী যাইতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে আমি উপরতালা হইতে নামিয়া আসিয়া ঐ কাণ্ড দেখিলাম। সাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—Pundit! See the behaviour of your students." আমি তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগকে বাড়ী যাইতে বলিলাম, এবং কহিলাম, আগামী কল্য আমি তোমাদের উপায় করিব। ব্যাপার হইয়াছিল কি, পাঠক শুনুন। Robson Missionary সাহেব ছিলেন। ছেলেরা বলিল, তিনি ইংরাজী ভাল পড়াইতে পারেন না। তজ্জন্য Tawney সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল। সাহেব বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। এইজন্য তাহারা Robson সাহেবকে উত্যক্ত করিয়া তাড়াইয়া দিবে এই তাহাদের মতলব ছিল। পরদিন আমি Tawney সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম—এবং Robson সাহেবকে transfer করিবার জন্য Director সাহেবকে লিখুন বলিয়া অনুরোধ করিলাম। Tawney সাহেব আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। একসপ্তাহ-মধ্যে Gazetteএ দেখিলাম, Robson সাহেব পাটনায় transferred হইয়াছেন।

একবার নীলমণি-বাবু কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়াছিলেন বোধ হয় ৩ মাস। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন, এবং Tawney সাহেবের Private tutor ছিলেন। Tawney সাহেব উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে নীলমণি-বাবুর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। একদিন পড়াইয়া তাঁহাকে আর 3rd yearএ পড়াইতে হয় নাই। কারণ তথাকার ছেলেরা দরখাস্ত করিয়াছিল—শ্যামাচরণ পণ্ডিতমহাশয় আমাদিগকে পড়াইতে পারিবেন না, হরিশ পণ্ডিতমহাশয়কে আমাদিগকে পড়াইতে দিন। Tawney সাহেব পরদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"হরিশ! তুমি নীলমণির কাজের ভার লও, এবং তোমার কাজের ভার শ্যামাচরণকে দাও। দুঃখের মধ্যে এই হইল—শ্যামাচরণ-বাবু Office allowance পাইতে লাগিলেন; আমি কিছুই পাইলাম না।

একবার Tawney সাহেব শ্যামাচরণ-বাবুর প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে Presidency Collegeএ আনিয়া আমাকে হেয়ার স্কুলে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি ঐকথা শুনিয়া Tawney সাহেবকে বলিয়াছিলাম, আমার কি অপরাধ দেখিলেন যে, আমাকে Presidency College হইতে দূর করিয়া দিতেছেন? তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন—আমি শ্যামাচরণের উপকার করিবার জন্য ঐরূপ বন্দোবস্ত করিব মনে করিয়াছি। Tawney সাহেব আমার কথায় বড় মনোযোগ দিলেন না। কিন্তু আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা Tawney সাহেবের ঐ প্রস্তাব শুনিয়া 1st year, 2nd year, 3rd year ও 4th year এর সমস্ত ছাত্র Tawney সাহেবের নিকট একটি দরখাস্ত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—যদি আপনি হরিশ পণ্ডিত-মহাশয়কে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অপসারিত করেন, তবে, আমরা সকলেই কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। Croft সাহেব এই ব্যাপার শুনিতে পাইয়া লিখিয়া পাঠান, হরিশকে কোনরূপে যেন স্থানান্তরিত করা না হয়। Tawney সাহেব শ্যামাচরণ-বাবুর নিকট বড় অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং ব্রজ লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন তুমি শ্যামাচরণকে বলিও—"What can I do? The whole Presidency College is for Haris. Even the Director is for Haris."

যখন নীলমণি-বাবু সংস্কৃত কলেজের Principal হইয়া যান তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Senior Professor হইলেন এবং আমি কেবল Professor রহিলাম। তখন একটি মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. দিবার জন্য আমাদের কলেজে আসে। সে প্রথমে সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিল; কিন্তু মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয় মুসলমান বলিয়া তাহাকে ভর্ত্তি করেন নাই। সে ছাত্র নাগপুরের জেল-দারোগার পুত্র। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা—সংস্কৃতে M. A. দেয়। সে Tawney সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল ভর্ত্তি হইবার জন্য। সাহেব জবাব দিয়াছিলেন—"আমি একটি ছেলের জন্য একটি Class খুলিতে পারিব না।" পরে তিনি হরপ্রসাদ ও আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা এই ছাত্রটিকে M. A. পড়াইতে পারিবে কি না? আমরা উত্তর করিলাম, "আপনি যদি হুকুম করেন, তবে পড়াইতে পারি।" সাহেব বলিলেন "আমি একটি ছেলের জন্য ২ জন Professorকে হুকুম দিতে পারি না। তবে তোমরা যদি ইচ্ছা করিয়া ইহাকে পড়াও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলিলাম "দেখ হরপ্রসাদ! (হরপ্রসাদ আমাপেক্ষা ১০ বৎসরের ছোট হইবে) যদি কোন মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. পড়িতে আসে, তবে তাহাকে সংস্কৃত কলেজ যদি না লয়, এবং আমরাও (অর্থাৎ Presidency College) যদি না লই, তবে সে যাঁয় কোথায়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কহিলেন—"দাদা যদি তুমি খাটিতে পার, তবে ভার গ্রহণ কর। আমি দুই-একখানা কাব্যের ভার লইতে পারি।" আমি বলিলাম—"তুমি আমাকে যে ভার দিবে, আমি লইব।" এইরূপ কথার পর ঐ ছাত্রকে Presidency কলেজে ভর্ত্তি করা হইল। আমি নিজ নিয়মিত কাজ করিয়া অবকাশকালে তাহাকে বেদান্তচতুঃসূত্রী, কাব্য-প্রকাশ অলঙ্কার, পাণিনি ব্যাকরণ (বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ) পড়াইবার ভার লইলাম। দুঃখের বিষয় এই—উক্ত মুসলমান ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(২)

আমি বরাবর টেক্‌স্ট্‌ বুকের সমস্তটার উপর প্রশ্ন লিখিয়া দিতাম; কোন শ্লোক বাদ দিতাম না—কোন শ্লোকটির সংস্কৃত টীকা লিখিতে দিতাম, কোনটির বা ইংরেজি অনুবাদ করিতে দিতাম। কোনটির বা বাচ্যপরিবর্ত্তন করিতে দিতাম, কোনটির বা মর্ম্মার্থ লিখিতে দিতাম; কোন শ্লোকের বা ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন লিখিতে দিতাম। ফলতঃ আমার প্রশ্নগুলির মধ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই প্রায়ই পড়িত। এজন্ত খুব মনোযোগের সহিত ছাত্রেরা আমার প্রশ্নগুলি শুনিত ও লিখিয়া লইত। একদিন এমন সময় গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব ও এসিস্‌টাণ্ট্‌ সেক্রেটারী ব্রজ-বাবু পশ্চাতে আসিয়া যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ছেলেরাও সাহেবকে দেখিয়াও চঞ্চল হয় নাই; নীরবভাবে প্রশ্নগুলি লিখিয়া লইতেছিল। সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরে ব্রজবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন—"হরিশ! তুমি কি পড়াইতেছিলে? সাহেব তোমার ক্লাস দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি হুগলি কলেজে সংস্কৃত পড়াইবার সময় বড় গোল হয় তাহা দেখিয়াছেন; কিন্তু এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। যাহা হউক, সাহেব তোমাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন। তুমি গিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা কর।" আমি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে আদর করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিলেন, এবং ক্লাসে আমার শান্তিরক্ষার খুব প্রশংসা করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

নিম্নে একটি ঘটনা লিখিলাম। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক বিচার করিয়া বলিবেন—আমি দোষী কি নির্দ্দোষী। পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক সংকলিত ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ নামক পুস্তকখানি প্রায় ১৬ বৎসরের অধিককাল প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। ঐ সময় মৎসংকলিত সংস্কৃত-পাঠ প্রথম ভাগ নামক পুস্তকখানি অনেক স্কুলের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আমি উহার ২য় ভাগ সংকলিত করি। ঐ শেষোক্ত পুস্তকে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ হইতে গদ্য অংশ সংগৃহীত করিয়া এবং মহাভারত হইতে বক-রাক্ষস বধ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান পদ্য-অংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। এবং মোহমুদ্গর, নীতি-নিচয় প্রভৃতি নানা নীতিসূচক শ্লোকও দিয়াছিলাম। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের অনুমতি লইয়া আমি ঐ দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃতপাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইবার উদ্দেশে সিণ্ডিকেটে পেশ করিয়াছিলাম। বইখানির সঙ্গে কে এম্‌ ব্যানার্জ্জি টনি সাহেব, গাফ্‌ সাহেব, হার্ন্‌লি সাহেব, এই ৪ জনের অভিমতগুলিও পাঠাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ঐ বইখানিতে খুব ভাল অভিমত দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বোর্ড্‌ অফ্‌ সান্‌স্ক্রিট স্টাডিস্‌ ঐ বইখানি পছন্দ করিলেন না। তৎকালে ঐ বোর্ডে কে এম ব্যানার্জ্জি মহাশয়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি কয়েকজন সভ্য ছিলেন। প্রথমোক্ত ৪জন মেম্বার আমার পুস্তক মনোনীত করিলেন না। তাঁহারা সিণ্ডিকেটের উপর ভার দিলেন। তৎকালে সার্‌ এল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের প্রধান মেম্বর ছিলেন। টনি সাহেব রেজিস্ট্রার ছিলেন; এবং ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসিস্‌টাণ্ট্‌ রেজিস্ট্রার্‌ ছিলেন।

আমি শেষোক্ত ব্যক্তির মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। টনি সাহেব যখন ঐ সংস্কৃতপাঠ ২য় ভাগখানি ও তৎসম্পৃক্ত মতগুলি ও বোর্ডের মতটি ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবের হাতে দেন তখন এই বলিয়া দিয়াছিলেন,—"The opinion of an European is ten times valuable than the opinion of a native"। ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব (যখন দেখিলেন যে সকল সাহেবই ঐ পুস্তকে ভাল মত দিয়াছেন তখন) 'Oh yes' এই বলিয়া সংস্কৃতপাঠ ২য় ভাগখানিকে ১ বৎসরের জন্য পাঠ্য করিয়া দিলেন। সিণ্ডিকেটে কোনরূপ বিচার উঠে নাই; নির্ব্বিঘ্নে আমার বইখানি মনোনীত হইল। ইহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। এবং তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া এবং প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম দেখিয়া কিছুকাল পরে আমি 'রূপকরত্নম্‌' নামে একখানি ফার্‌স্ট্‌ আর্ট্‌স্‌ পাঠ্য সংগৃহীত করিলাম। উহাতে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌, বেণী-সংহার প্রভৃতি নাটক হইতে সন্দর্ভ-সকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। উহাতে স্ত্রীলোকের বর্ণনা ছিল না; বীররস ও শান্তিরসের বর্ণনা ছিল। বইখানি সিণ্ডিকেটের সভায় পেশ্‌ করিবার পর পূর্ব্ববৎ ন্যায়রত্ন মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ মহাশয়, এই তিন জনে মত দিলেন না। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সারদা মিত্র জজ মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক মহাশয় এবং আর-একজন হাইকোর্টের উকীল, নাম গোলাপ শাস্ত্রীসরকার এম্‌-এ এই চার জনে মত দিলেন; বিশেষতঃ বঙ্কিম-বাবু আমার পুস্তকের জন্য খুব লড়াই করিয়াছিলেন। এ কথা আমি ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। ত্রৈলোক্যবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বঙ্কিমবাবু তোকে এত ভালবাসে কেন?" আমি বলিয়াছিলাম, "বঙ্কিমবাবুর প্রথম তিনখানি পুস্তক অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ আমাদের ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছিল। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার দুইটি দৌহিত্র আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। এইরূপে 'রূপকরত্নম্‌' এক বৎসরের জন্য পাঠ্য হওয়াতে ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও বিরক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করিয়া লইলেন, যে, এখন হইতে আর কোন বাহিরের লোককে কোন পাঠ্য পুস্তক করিতে দেওয়া হইবে না; বোর্ডের মেম্বরগণ আপনারা পুস্তক প্রস্তুত করিবেন। তদনুসারে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এই তিনজনে একত্র হইয়া একখানি প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিলেন। ঐ পুস্তকের পাদটীকা তাঁহারা সংস্কৃতে লিখিয়াছেলেন। ঐ পাদটীকা-সকলে দুইচারিটি সংস্কৃতব্যাকরণভুল হইয়াছিল। আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্‌ দেবেন্দ্র-নাথ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ এবং বঙ্গবাসী কলেজের স্কুল বিভাগের হেড পণ্ডিত শ্রীমান্‌ চন্দ্রোদয় বিদ্যা-বিনোদ এই দুই জনে "হিতবাদী" সংবাদপত্রের ৩টা সংখ্যায় ঐ ভুলগুলি ছাপাইয়া দেন, এবং ন্যায়রত্ন, নীলমণি ও কৃষ্ণকমল এই তিনটি নামের উপর রসিকতা করিয়া বেশ দুই চারিটি তামাসা করিয়াছিলেন। এ-সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, এবং এক কলমও লিখি নাই। হিতবাদী কাগজের ছাপা পাঠ করিয়া ন্যায়রত্ন-মহাশয় সার্‌ আল্‌ফ্রেড্‌ ক্রফ্‌ট্‌ ডিরেক্টর্‌ মহাশয়ের নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন যে "কলিকাতার মধ্যে হরিশ ছাড়া এমন কোন পণ্ডিত নাই যে আমাদের তিন জন কর্ত্তৃক বিরচিত পুস্তকের দোষ ধরে। এসব কার্য্য হরিশের নিশ্চয়।" ন্যায়রত্ন-মহাশয় আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, তুমি এইগুলি লিখিয়াছ কি না। যদি জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে আমি প্রমাণ করিয়া দিতাম, যে, আমি উহা লিখি নাই। তিনি আমার নামে ঐরূপ দোষারোপ করিতেছেন শুনিয়া আমি শপথ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, আমি উহার কিছুই করি নাই। তিনি চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে রসগোল্লা খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এ কার্য্য কে করিয়াছে, বল, হরিশ কি লিখিয়াছে?" চন্দ্রোদয় বলিয়াছিল—"মহাশয়, ইহা আমিই করিয়াছি; হরিশবাবু কিছুই করেন নাই। চন্দ্রোদয় আরও

বলিয়াছিল, "ন্যায়রত্ন-মহাশয়, ভবী ভুলিবার নয়। অর্থাৎ আপনি যতই কেন রসগোল্লা খাওয়ান, আমি কলম ধরিতে ছাড়িব না।" এই কথা উক্ত পণ্ডিত আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইটি লোকের কার্য্যে ন্যায়রত্ন-মহাশয় আমার উপর এরূপ কুপিত হইয়া রহিলেন যে, আমাকে কিরূপে ঘোরতর অপদস্থ করিবেন মনে মনে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্‌স্‌ট বুক্‌-সকলের উপর এক সেট প্রশ্ন খাতায় লিখিয়া রাখিতাম, এবং ঐগুলি সেকেণ্ড্ ইয়ারের ছাত্রদিগকে ডিক্‌টেট্ করিতাম। তাহারা ঐসকল প্রশ্ন লিখিয়া লইত। আমি প্রত্যেক শ্লোকের উপর প্রশ্ন করিতাম তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি। এক বৎসর নীলমণিকে ও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ফার্স্‌ট্ আর্ট্‌স্ সংস্কৃত পরীক্ষক করিল। নীলমণিকে সকালের পেপার্ ও আমাকে বৈকালের পেপার্ দিয়াছিল। তখন মডারেশন্ সিস্‌টেম্ ছিল। সুতরাং ন্যায়রত্ন-মহাশয়, গুরুদাসবাবু ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য আমাদের মডারেটার্ হইলেন। আমাদের প্রশ্ন তাঁহারা পৃথক্ সময়ে দেখিয়া দিলেন। অর্থাৎ অগ্রে নীলমণিকে ডাকিয়া তাহার প্রশ্ন দেখিলেন। তখন আমাকে সেস্থানে থাকিতে দিলেন না। এবং আমার প্রশ্ন যখন দেখেন, তখন নীলমণিকে তথায় থাকিতে দিলেন না। এইরূপ লুকোচুরির ভিতর যে একটা গূঢ় রহস্য ছিল, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ন্যায়রত্ন-মহাশয় আমার প্রশ্নের শ্লোকগুলি যেন গিলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একটি একটি শ্লোক ৩।৪ বার আমাকে পড়িতে বলিলেন। কিন্তু আমার দত্ত প্রশ্নসকল যথাযথ মুখস্থ করিতে পারিলেন না। ঐদিন তিনি নিজ বাটী গিয়া যে কয়েকটি শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন, সেইগুলি একটা কাগজে লিখিয়া এবং নিজের মনগড়া একসেট প্রশ্ন লিখিয়া (কারণ আমার দত্ত প্রশ্নগুলি তাঁহার ঠিক মনে ছিল না) শীলমোহর করিয়া ঐ কাগজখানি "সঞ্জীবনী"র সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং বলিয়া দেন, যেন এই কাগজে লিখিত বিষয়-গুলি এখন ছাপা না হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্‌ট্ আর্ট্‌স্ পরীক্ষা হইয়া গেলে যেন ছাপা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর যখন তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়-প্রদত্ত শীলমোহর করা প্রশ্নগুলি ছাপিলেন তখন দেখিলেন যে, শ্লোকগুলির মিল আছে, কিন্তু প্রশ্নগুলির কোন মিল নাই। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, তিনি আমার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দত্ত প্রশ্নগুলি মনে করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজের সঙ্গে তাঁহার দত্ত কাগজের ঠিক মিল হয় নাই। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় ক্রফ্‌ট্ সাহেবের নিকট গিয়া বলিলেন যে, হরিশ নিজের ছেলেদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছে, অতএব তাহার বিচার করা উচিত। বিচারে যদি দোষী প্রমাণীকৃত হয়, তবে তাহাকে ডিপার্ট্‌মেণ্ট হইতে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্রফ্‌ট্ সাহেব, টনি সাহেব, গুরুদাসবাবু, এবং এ এম বোস, এই ৪ জন বিচারক স্থিরীকৃত হইল; এবং একদিন রাত্রি ১০টার সময় রাইটার্স্ বিল্ডিংসে হাজির হইতে আমার উপর হুকুম হইল। আমি ঐ নিদ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি গিয়া শুনিলাম যে, ইতিপূর্ব্বে আমার ৮ জন ছাত্রকে তলব দিয়া আনা হইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল—পণ্ডিত-মহাশয় আমা-দিগকে কিছুই বলেন নাই। তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসর ছাত্রদিগকে যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমা-দিগকেও সেইসকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, বেশী কিছু দেন নাই। শুনিলাম, বিচারকগণের একজন এক ছাত্রকে বলিয়াছিলেন, তোমাকে যদি ডেপুটি ম্যাজিস্‌ট্রেট্ করিয়া দেওয়া হয়, তবে তুমি তোমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের নামে কোন দোষ আছে কি না, সত্য বলিতে পার কি না? সে নাকি বলিয়াছিল—আপনি যদি আমাকে হাই কোর্টের জজ করিয়া দেন, তথাপি আমি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের কোন দোষ দিতে পারি না। শুনিলাম, কেহ কেহ লিখিত খাতা আনিয়া প্রমাণ করিয়াছিল, যে "আমাদের পণ্ডিত-মহাশয় নির্দ্দোষ।" এইরূপ আমার অগোচরে আমার ৮ জন ছাত্রের সাক্ষ্য লইয়া বিচারকগণ বসিয়া ছিলেন, এমন সময় আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হই। এ এম্ বোস আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যে-সকল প্রশ্ন সেকেণ্ড্ ইয়ার্ ক্লাশে ছাত্রদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন সেগুলি কই? আমি আমার খাতা লইয়া গিয়াছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেইখানি এ এম বোসকে দিলাম, এবং বলিলাম যে, আপনি দেখুন যে সংস্কৃত টেক্‌স্‌ট্ বুক্ বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই পুস্তকের ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি সকল শ্লোকেরই উপর প্রশ্ন দিয়াছি। একটি স্‌ট্যান্‌জাও ছাড়ি নাই। এ এম্ বোস দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—হ্যাঁ, দেখিতেছি সকল শ্লোকের উপর আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি বলিলাম—দেখুন, আমি ক্লাসে যেরূপ প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাপত্রে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ প্রশ্ন দিয়াছি। দেখুন, ক্লাসে যে-শ্লোকে Explain in Sanskrit প্রশ্ন দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে সে শ্লোকে Translate into English দিয়াছি। এইরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দেখিবেন। এই সময় গুরুদাসবাবু বলিলেন—"Still the stanza is the same." ইহাতে এ এম বোস বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদাসবাবু, আপনি জজ, বিচার করিয়া বলুন দেখি, হরিশবাবু যখন সকল স্‌ট্যান্‌জার উপরই প্রশ্নাদি করেছেন, তখন তিনি নূতন স্‌ট্যান্‌জা কোথায় পাইবেন? তিনি ত কালিদাস নন, যে নূতন স্‌ট্যান্‌জা গড়িবেন। আর গড়িলেই বা আমরা সে স্‌ট্যান্‌জা অনুমোদন করিব কেন? সেগুলি ত আমাদের নিদ্দিষ্ট টেক্‌স্‌ট্, নহে। অতএব উঁহাকে একটা না একটা স্‌ট্যান্‌জা উদ্ধৃত করিতেই হইবে। তবে আমাদের এই দেখা কর্ত্তব্য যে, উনি ক্লাসে যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, সেগুলির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে দত্ত প্রশ্নের একটিও মিলিয়াছে কি না। যদি না মিলিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে আমরা দোষী করিতে পারি না। ইহাতে গুরুদাসবাবু আবার বলিলেন—"It was not fair on the part of Pandit Kaviratna to set questions on the text-book।" ইহাতে এ এম্ বোস, টনি সাহেব ও ক্রফট্ সাহেব সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"He has done his duty as à Professor. A Professor must point out difficult and important passages to his students." আমার মনে হয় ক্রফট্ সাহেব বলিয়া-ছিলেন—"I did such things when I was a Professor in the Presidency College।" ইহাতে গুরুদাসবাবু আর কিছু বলিলেন না। নীরব হইয়া রহিলেন। ইহাতে ক্রফট্ সাহেব নিজ টেবিলে একটি দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Haris is honourably acquitted." টনি সাহেব বলিলেন, "O yes, he is honourably acquitted." ইহার পর আমি সকলকে লম্বা সেলাম দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম, এবং ঐ রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ক্যাল্‌কাটা গেজেটে দেখিলাম—আমি প্রভিন্সিয়াল্ গ্রেডে উন্নীত হইয়াছি ও ২০০৲ টাকা বেতন হইয়াছে। আমাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিস্‌টার স্‌ট্যাক্ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন—"Haris, do'nt fear. Sir Alfred Croft has told me that he has understood everything. When Haris can find out the mistakes of even Pandit Mahes Nyaya-ratna, he must be promoted." আমি বুঝিলাম ভগবান্, আমার প্রতি কৃপা করিয়া ক্রফ্‌ট্ সাহেব দ্বারা আমার উন্নতি করিয়া দিলেন।

এস্থলে আমার বক্তব্য এই—ন্যায়রত্ন মহাশয় যে আমার উপর জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে। সম্ভবতঃ তিনি কর্ত্তব্য-বোধেই ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি আমার নামে যেরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক মিস্‌টার হিল্ নামে একজন সাহেবের নামেও ঐরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। হিল্ সাহেব ডিরেক্‌টর সাহেবের নিকট আসিয়া কিরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। আমি শুনিয়াছি মাত্র (সত্য-মিথ্যা জানি না) ডিরেক্‌টর্ সাহেব যখন বলেন, "তুমি ছাত্রদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছ? তাহাতে হিল্ সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন—It is a happy coincidence. যাহা হউক ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় পূর্ব্বে ভালবাসিতেন; এবং আমার অনেক বিপদ্ নিবারণ করিয়াছিলেন।

একবার তিনি আমাকে বলেন, "হরিশ, তুমি তোমার ছাপাখানার কোন পুস্তকে তুমি প্রিণ্টর বলিয়া ছাপিও না। তাহা হইলে গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ তোমাকে পেন্‌সন্‌ দিবেন না। আমি ইহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। আর একবার যখন টনি সাহেব আমাকে হেয়ার স্কুলে হেডপণ্ডিত করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তখন আমি চাকরি ত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় ডিরেক্টর্‌-সাহেবের নিকট গিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং আমায় কোথায়ও যাইতে হয় নাই। তখন আমি ন্যায়রত্ন-মহাশয়কে আমার পরম-হিতৈষী বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। আর-একবার যখন ডিরেক্টর্‌-সাহেব আমাকে ঢাকায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডিরেক্টর্‌-সাহেবকে এরূপ বলিয়াছিলেন যে, আমাকে ঢাকায় যাইতে হয় নাই। এইসকল করিয়া তিনি আমার চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছিলেন।

গুরুদাস-বাবুও বিচারাসনে বসিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলিতে আমার উপকারই করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিয়া ডিরেক্টর্‌ সাহেব বুঝিয়াছিলেন, যে আমি নির্দ্দোষ। গুরুদাস-বাবু আমাকে খুব ভালবাসিতেন এবং আমিও তাঁহাকে বরাবর আন্তরিক সম্মান করিতাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন রো-সাহেব প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন অখিলচন্দ্র গুপ্ত নামে একজন কেশিয়ার কতকগুলি টাকা অপহরণ করিয়াছিল। এই বিষয়টি লইয়া তৎকালে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট্‌ মান্দ্রাজ হইতে একজন অডিটার্‌ আনাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের খাতাপত্র অডিট্‌ করিতে হুকুম দেন। সে-ব্যক্তি আমাদিগকে খাতা দেখাইয়া বলিলেন—"দেখুন মহাশয়গণ, কিরূপ ভয়ঙ্কর চুরি। কেশিয়ার-বাবু খাতার এক পৃষ্ঠের নীচে যে টাকা জমা করিয়াছেন, খাতার ঐ পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখা গেল—তাহার মধ্য হইতে প্রথম নম্বরটি বাদ দিয়া শেষ ৩টি নম্বর তুলিয়াছে। রো সাহেব তাহা পরীক্ষা না করিয়া পরপৃষ্ঠায় সই করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতেছি। পাঠক মহাশয় মনে করুন—৫ম পৃষ্ঠের শেষ লাইনে ২৩৬৭৷৷৹ এইরূপ আছে। কেশিয়ার-বাবু পাতাটি উল্টাইয়া যখন ঐ নম্বর তুলেন, তখন প্রথম নম্বরটি (অর্থাৎ ২টি) না তুলিয়া কেবল ৩৬৭৷৷ এই নম্বরটি তুলিলেন। ইহাতে একেবারে দুই হাজার টাকা আত্মসাৎ করিলেন। এইরূপ প্রতি পৃষ্ঠা উল্টাইবার সময় দুই এক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এইরূপে অডিটার্‌ অনেক হাজার টাকা তছরূপ হইয়াছে দেখাইল, এবং গবর্ণ্‌মেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিল, যে কেশিয়ার্‌-বাবু যাহা করিয়াছেন, রো সাহেব তাহা তদারক না করিয়া সই করিয়াছেন। এইটুকু তাঁহার দোষ হইয়াছিল; তাঁহার উচিত ছিল, দেখিয়া শুনিয়া সহি করা। গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ এই রিপোর্ট পাইয়া হুকুম দিলেন—কেশিয়ার-বাবুর যেখানে যে-সম্পত্তি আছে সকলগুলি বিক্রীত হইয়া গবর্ণ্‌মেণ্টের তহবিলে জমা হউক এবং রো সাহেবের বেতন হইতে প্রতিমাসে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা কাটিয়া লইয়া গবর্ণ্‌মেণ্টের তহবিলে জমা হউক। যখন এই হুকুম বাহির হয় তখন অখিলবাবু (কেশিয়ার) কোথায় পলাইয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না। গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ হুকুম দিলেন, টিক্‌টিকি পুলিশ কেশিয়ারকে ধরিবার চেষ্টা করুক। আর রো-সাহেব সেই সময় দার্জ্জিলিঙে গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট এই হুকুম গেল যে, প্রতি মাসে ৫০০৲ টাকা তাঁহার বেতন হইতে কাটা যাইবে ও গবর্ণমেণ্ট্‌ তহবিলে জমা হইবে। আমরা শুনিয়াছিলাম—এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়া রো-সাহেব (সত্য মিথ্যা ভগবান্‌ জানেন) পাগল হইয়াছিলেন। এবং যে লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত, তিনি তাহাকে কামড়াইতে যাইতেন। তাঁহার মেম বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি গবর্ণ্‌মেণ্টের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, "আমার স্বামী রো-সাহেব পাগল হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে অরোগ করিবার জন্য বিলাতে যাইব; সুতরাং আমার স্বামীকে ছুটি দেওয়া হউক।" বলা বাহুল্য—রো সাহেব আর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন নাই এবং টাকাও দেন নাই।

এই রো-সাহেবের আমলে একজন লাইব্রেরিয়ান্‌

কতকগুলি বই বিক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি নূতন বইগুলি যখন ক্রয় করা হইত তখন সেগুলির রীতিমত জমা-খরচ রাখিতেন না; অর্থাৎ ৫খানা বই ক্রয় করা হইল; তিনি ৩খানা জমা করিলেন, ২খানা স্বয়ং বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে অনেক টাকার পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন। যখন রো সাহেব এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লাইব্রেরির চাবি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং লাইব্রেরিয়ান্‌-বাবুর নামে নালিশ করিলেন। লাইব্রেরিয়ান্‌-বাবু আদালতে গিয়া বলিয়া আসিলেন, যে-দিন পর্য্যন্ত লাইব্রেরির ঘরের চাবি আমার নিকট ছিল, সেদিন পর্য্যন্ত আমি পুস্তকের হিসাব দিতে বাধ্য। কিন্তু যেদিন হইতে রো-সাহেব আমার নিকট হইতে চাবি স্বয়ং লইয়াছেন, সেদিনের পর যদি কিছু চুরি গিয়া থাকে, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া যায়।

এদিকে গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ অখিলবাবুর যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া লইলেন। এবং অল্প দিনের পর নেপাল হইতে তাঁহাকে টিক্‌টিকি পুলিশ ধরিয়া আনে এবং তাঁহার ১৷৹ দেড় বৎসর মেয়াদ হয়।

রো-সাহেবের সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে নাটক অভিনয় হইত। ছাত্রেরা বেশভূষা করিয়া কোন বৎসর হ্যাম্‌লেটের কোন অঙ্ক অভিনয় করিত; কোন বৎসর মিড্‌ সামার্‌ নাইট্‌স্‌ ড্রিমের এক অঙ্ক বা দুই অঙ্ক অভিনয় করিত। কোন বৎসর ওথেলোর এক অঙ্ক অভিনয় করিত। প্রতিবৎসর এই কার্য্য হইত স্টার থিয়েটারের অমৃতবাবু আসিয়া বেশভূষা করিয়া দিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দিকের উঠানে ছাত্রেরা জিম্‌নাস্টিক করিত। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

মিস্টার লিট্‌ল্‌ যখন প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন, তখন আমার সহিত তাঁহার একটু মনোমালিন্য হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রতিবৎসর ফার্‌স্‌ট্‌ ইয়ার ও থার্ড্‌ ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষা হইত। সেবৎসর আমি ও মৌলভী ও লিট্‌ল্‌-সাহেব গার্ড্‌ দিতেছিলাম। তেতালার হলঘরের উত্তর দিকে মৌলভী সাহেব, এবং দক্ষিণ দিকে আমি, ও মধ্যস্থলে লিট্‌ল্‌-সাহেব গার্ড্‌ দিতেছিলেন। লিট্‌ল্‌ সাহেব মধ্যস্থলে একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি মৌলভী ও আমাকে ক্রমান্বয়ে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে গার্ড্‌ দিতে হুকুম করিলেন; এবং স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিবেন এরূপ কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, যদি আপনার এলাকার মধ্যে কোন ছাত্র অপর ছাত্রের সহিত কন্‌সাণ্ট্‌ করে বা পুস্তক দেখে তাহা হইলে আমরা আপনার এলাকার মধ্যে যাইতে পারিব কি না? লিট্‌ল্‌ সাহেব বলিলেন—"By no means." আমি বলিলাম, "সাহেব, আপনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিয়ম জানেন না; এই হলে আমরা ৩ জনেই সমান।" তাহাতে লিট্‌ল্‌-সাহেব একটু ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে কহিলেন, "Do you question my authority?" আমি কহিলাম—"হাঁ, সাহেব।" তিনি ঐ কথা ৩ বার বলিলেন। আমিও ৩ বার ঐরূপ উত্তর দিলাম। তাহাতে তিনি রাগিয়া টক্‌টক্‌ করিয়া জুতার শব্দ করিয়া আমার নামে নালিশ করিতে প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেবের নিকট গেলেন, এবং তাঁহাকে কি বলিলেন তিনিই জানেন। ক্ষণকাল পরে লিট্‌ল্‌ সাহেব আমাদের হলে ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎপশ্চাৎ একটি বেহারা আসিয়া আমাকে কহিল—"পণ্ডিতজি, বড়া-সাহেব আপ্‌কা সেলাম দিয়া।" তাহা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ টনি সাহেবের নিকট গেলাম। টনি-সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিশ, কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম,—"আপনি কি আমাদের দুজনকে লিট্‌ল্‌-সাহেবের চাকর করিয়া পাঠাইয়াছেন?" টনি-সাহেব কহিলেন, "By no means. You are all equal in the hall." আমি বলিলাম,—"তবে লিট্‌ল্‌-সাহেব আমাদিগকে তাঁহার চাকরের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন কেন?" টনি সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, কাল আমি ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত করিব।" পরদিন হইতে আমাদের ৩ জনকে ৩টি পৃথক্‌ ঘরে গার্ড্‌ দিতে হুকুম করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিন লিট্‌ল্‌ সাহেব কলেজে আসিয়া অগ্রেই আমাকে বলিলেন,—"Good

morning, pandit." আমিও করিলাম, "Good morning, Mr. Little." তাহার পর হইতে লিট্‌ল্ সাহেব আমাকে একটু ভালবাসিতে লাগিলেন, কেন জানি না। ঐ বৎসর আমার সঙ্কলিত "রূপকরত্নম্"-নামে একখানি বই ফ্লাস্ট্ আর্টসের পাঠ্য হইয়াছিল। আমি বেণীসংহার নাটকের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। Little-সাহেব ঐ শ্লোকটি বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। আমি যখন আমাদের বসিবার ঘরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি কি পড়াইতেছিলে, আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমাকে সংস্কৃত পড়াইতে হইবে।" আমি একখানি মৎপ্রণীত সংস্কৃত পাঠ ১ম ভাগ আনাইয়া তাঁহাকে দিলাম এবং বলিলাম,—"সাহেব! অগ্রে বর্ণমালা শিক্ষা কর।" তিনি ২।৩ দিনের মধ্যে ক খ শিখিয়া আমাকে বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি বর্ণমালা শিখিয়াছি, আমাকে বই পড়াও।" যাহা হউক তিনি প্রায় এক মাস সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত, আমাকে একটি শ্লোক শিখাও"। আমি তাহাকে হরে মুরারে মধুকৈটভহারে ইত্যাদি শ্লোকটি শিখাইয়াছিলাম। লিট্‌ল্ সাহেব স্কচ্‌ম্যান্ ছিলেন; স্থতরাং তিনি "হরে" ইত্যাদি স্থানে "হড়ে" "মুড়াড়ে" বলিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ফুটবল খেলার একটি দল ছিল। গণিতজ্ঞ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্-এ ঐ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। কখন কখন ঐ দল গড়ের মাঠে খেলিতে যাইত। সেই দিন ছুটি হইত। স্থতরাং আমরাও তাহা দেখিতে যাইতাম। ঐ সময় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

তখন ছোটলাট বাংলা শাসন করিতেন। নূতন শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলে প্রায় প্রত্যেক ছোটলাট প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখিতে আসিতেন। আমার মনে হয়, একবার একজন ছোটলাট আমাদের সকলের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। কোন্ ছোটলাট আমার মনে নাই। তিনি জে সি বোসের একটি বেহারার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাহার ডবল বেতন বাড়াইয়া যান। বেহারার নাম ননকু। সে ইংরেজি পড়ে নাই, কিন্তু সব ঔষধের শিশি চিনিত। উক্ত ছোটলাট ননকু বেহারাকে যে শিশি আনিতে বলিয়াছিলেন, সে তৎক্ষণাৎ সেই শিশি আনিয়াছিল। তাহাতে ছোটলাট তাহাকে Mr. Nanku বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। ঐ বেহারার তৎকালীন আনন্দপূর্ণ মুখখানি আমার এখনও মনে পড়ে।

একসময় কোন ছোটলাট, (আমার স্মরণ হয় না।) প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে আসেন। এবং আমার ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা সকলে সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্মান করিবার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি পড়াইতেছেন?" আমি কহিলাম—"রঘুবংশ।" তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন—"আমরা পড়িয়াছি, 'আসীদ্রাজা নলো নাম'।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ"। তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"Sanskrit is a very difficult language."

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা শিক্ষকগণের অতিশয় বাধ্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমার আদেশানুসারে ছাত্রেরা রবসন্-সাহেবকে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। একবার কোন সাহেব-অধ্যাপক ছাত্রদিগকে stupid, goose বলিয়াছিলেন। ছেলেরা বিপিন-বাবু ও আমাকে ঐ কথা জানাইলে আমরা পরদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ঐ কথা জানাই। প্রিন্সিপ্যাল উক্ত প্রোফেসরকে বাড়ীতে ডাকাইয়া এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পরদিন উক্ত প্রোফেসর-সাহেব ক্লাসে আসিয়া 'you gentlemen!' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ছেলেরা ঐ কথা আমাদিগকে জানাইয়াছিল। আমি ছেলেদিগকে বলিতাম, তোমরা কখন মাতাকে ইংরেজিতে পত্র লিখিও না। কারণ বাঙ্গলায় যেরূপ ভক্তিবাচক শব্দ আছে, ইংরেজিতে তাহা নাই। ইংরেজিতে মাকে ও স্ত্রীকে একরূপ কথায় সম্বোধন করিয়া থাকে, যথা—My dear mother ও My dear wife ইহা আমাদের কর্ণে বড় বিসদৃশ লাগে।

ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক রমানাথ সরস্বতীর পরলোক হইবার পর ক্রফট্ সাহেব আমাকে ঢাকা পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমার ছাত্ররা তাঁহাকে যে পত্র লিখে, তাহা পড়িয়া ক্রফট্-সাহেব তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ল ক্লাস ছিল, তথায় ৩ বৎসর পড়িতে হইত। যে বৎসর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ল পড়েন, তখন আমিও ঐ সঙ্গে ল' পড়ি। আমার মনে পড়ে তিনি আমাদের হাজিরা করিতেন। মাননীয় স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কিছু পূর্ব্বে ল পড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে অনেকদিন ল লেক্‌চারার্ ছিলেন, এবং তথায় প্র্যাক্‌টিস্ করিয়া পরে কলিকাতায় হাই কোর্টে আসেন। আমার একজন সহাধ্যায়ী স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ বহরমপুরে গিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তথায় একটি বাটীও করিয়াছিলেন।

তৎকালে হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রেটার্ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার নামক একজন কৃতবিদ্য মনীষী প্রেসিডেন্সী কলেজে হিন্দু ল ও মুসলমান ল লেক্‌চার দিতেন। আর-একজন সাহেব রোমান্ ল ও জুরিস্ প্রুডেন্স্ পড়াইতেন। কিছু দিন পরে শ্যামাচরণ বাবুর স্থানে একজন সাহেব নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ব্যবস্থাদর্পণ ও ব্যবস্থাচন্দ্রিকা রচনা করেন। ঐ কার্য্যে আমি প্রায় ২০ বৎসর তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম।

একবার পেড্‌লার সাহেব যখন কয়েক মাসের জন্য অফিশিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন, তখন ঠিক ৺পূজার পূর্ব্বে কলেজের ক্যাশ বাক্স হইতে ১২৫৲ টাকা চুরি যায়। ঐ ঘরের বেহারা ঐ কাজ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহাকে ধরিতে পারা গেল না। স্থতরাং ঐ টাকা এসিস্‌টাণ্ট্ সেক্রেটারি ব্রজবাবুকেই দিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের টাকা। এসিস্‌টাণ্ট্ সেক্রেটারী দায়ী; কারণ তাঁহার হাতবাক্স হইতে ঐ টাকা চুরি গিয়াছিল; কেশিয়ারের বাক্স হইতে চুরি গেলে কেশিয়ারকেই দিতে হইত। ৺দুর্গাপূজার পূর্ব্বে নিজ পকেট হইতে ১২৫৲ টাকা দিয়া ব্রজবাবু সাশ্রুনয়নে অফিশিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল পেড্‌লার সাহেবকে জানাইলেন যে, "মহাশয়! আমার বাড়ী ৺দুর্গাপূজা হইবে; আমি যদি এই টাকা নিজ বেতন হইতে দিই, তবে ৺ মায়ের পূজা হইবে না। পেড্‌লার সাহেব সমস্ত শুনিয়া পরদিন ব্রজবাবুকে ডাকিয়া একখানি ১০০৲ টাকার নোট দিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি মায়ের পূজা কর।" ব্রজবাবু সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সাহেব তাঁহাকে ধার দিলেন। কিন্তু ৺পূজার ছুটির পর যখন ব্রজবাবু বেতন পাইয়া ঐ ১০০৲ টাকা পেড্‌লার সাহেবকে দিতে গেলেন, তখন পেড্‌লার্ সাহেব বলিলেন, "ব্রজবাবু, ও টাকা দিতেছ কেন? আমি তোমাকে ত ধার দিই নাই, তুমি যখন বলিয়াছিলে, যে, ৺মায়ের পূজা হইবে না, তখন আমি ঐ পূজার জন্যই ঐ ১০০৲ টাকা দিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া ব্রজবাবু কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমরা এই কথা শুনিয়া পেড্‌লার সাহেবকে মনে মনে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। সাহেব যদিও দুর্গা-ঠাকুর মানেন না, কিন্তু আমরা তাঁহার হৃদয়ের ভাব দেখিয়া অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলাম। একবার একটি বেহারার একটি টাকা হারাইয়া যায়। বেহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পেড্‌লার সাহেবকে জানাইল, "হুজুর আমার একমাসের খোরাক কম পড়িবে।" সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তুমি কাঁদিও না, এই লও"। এই কথা বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। সে শত শত বার ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল। পেড্‌লার সাহেবের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার হৃদয় অতি দয়ার্দ্র ছিল। তিনি আমাকে ২ বৎসর এক্‌স্‌টেন্‌শন্ দিয়াছিলেন বলিয়া আমি অর্দ্ধেক পেন্‌সন্ পাইয়াছিলাম; নতুবা একের তিনভাগ বই পাইতাম না। একবার ডাঃ জে সি বোস নিজের বক্তৃতা-গৃহের পশ্চিম পার্শ্বে একটি কাষ্ঠ ও কাচ দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ কোন বাঙ্গালী কন্‌ট্রাক্‌টার্ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমরা গ্রীষ্মের ছুটির পর আসিয়া দেখিলাম মাঠের ধারে একটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার এঞ্জিনিয়ার সাহেব তাহা দেখিয়া বলিলেন, "উহাতে বাড়ীর সামঞ্জস্য থাকিবে না; অতএব ঐ ঘরটি ভাঙ্গিয়া

ফেল"। বলা বাহুল্য, ঐ ঘর করিতে যে খরচ পড়িয়াছিল, তাহা ডাক্তার জে সি বোসকে নিজ হইতে দিতে হইয়াছিল।

সেকালে 'শিবরাত্রি'র জন্ম গবর্ণ্মেণ্ট্ ছুটি দিতেন না। কিন্তু টনি সাহেব যখন জানিতে পাইলেন, যে, ঐ উপবাস অনেক ছেলেরা করে, এবং ব্রজবাবু ও আমি করি, তখন হইতে ১ ঘণ্টা মাত্র কলেজ হইতে লাগিল; অর্থাৎ ১১টার পর ১ ঘণ্টা কলেজ হইয়া ১২টার সময় বন্ধ হইতে লাগিল। সাহেব প্রোফেসররা ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—১ ঘণ্টা কলেজ হইবার অর্থ কি? আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, যে 'শিবরাত্রি'তে হিন্দুরা ৩৬ ঘণ্টা আহার করেন না; অথচ এইটি গেজেটেড্ হলিডে নহে, সুতরাং প্রিন্সিপ্যাল সমস্ত দিন কলেজ বন্ধ রাখিতে পারেন না,—(তাহা করা তাঁহার অধিকার নহে), কিন্তু ছাত্রগণ ও প্রোফেসরদিগের সুবিধা করা তাঁহার অভিপ্রেত, এইজন্ম ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লিট্‌ল্ সাহেব শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "You Pandit! you do not take a single drop of water for 36 hours." আমি বলিয়াছিলাম, "না, সাহেব।" লিট্‌ল্ সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "We would die then." আমি বলিয়াছিলাম, "সাহেব, আমরা হিন্দু, আমরা উপবাস খুব করিতে পারি। আমরা উপবাস না করিয়া কোন দেবতার উপাসনা করি না।"

একদিন লিট্‌ল্ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত, আমি দেখিতেছি—তোমার জলখাবার কুঁজা ও গেলাস পৃথক্ স্থানে রক্ষিত হয়। তুমি আমাদের গেলাসে জল খাও না কেন? আমি জানি তোমার মতামত উদার। তবে তুমি কি জাতিভেদ বলিয়া খাও না; অথবা অন্ম কোন কারণ আছে?" আমি কহিলাম, "সাহেব, তোমার প্রশ্নে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি যে সকলের গেলাসে জল খাই না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তির মুখের ভিতর এমন ক্ষত থাকে, যে, তাহা সংক্রামক। তাহার ওষ্ঠে, দন্তে ও কণ্ঠে যদি কোন ক্ষত থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে গেলাসে জল খায়, সে গেলাসে যদি অপর কোন ব্যক্তি জল খায়, তবে পরোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মুখের রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্ম আমাদের প্রাচীন ঋষিরা নিজ সংহিতাতে লিখিয়া গিয়াছেন, মাতা, কন্যা ও স্ত্রী এই তিনজন ভিন্ন অন্য কাহাকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন খাওয়া উচিত নহে। যদি পূর্ব্বোক্ত ৩ জনের মধ্যে কেহ না থাকেন তবে স্বয়ং পাক করিয়া খাওয়া উচিত। এইরূপ শাসনের নিগূঢ় কারণ আছে। ঋষিরা বিনাকারণে কোন কথা লিখেন নাই। সাহেব, আমি এই কারণে কাহারও উচ্ছিষ্ট জল বা অন্ন খাই না। আমি কিপ্রকারে জানিব যে, আপনার মুখের মধ্যে কোন রোগ আছে কি না। মিঃ গাফ্ নামে একজন সাহেব ফিলজফি পড়াইতেন। তাঁহার সহিত রি-বার্থ (অর্থাৎ পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে আমার তর্কবিতর্ক হইত। আমি তাঁহাকে বলিতাম কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী ও মূর্খ ইত্যাদির সমন্বয় করা হয় না। ভগবানকে ন্যায়পরায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি পক্ষপাতী নহেন। অনেক তর্কের পরে সাহেব স্বীকার করিতেন যে, কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না।

ইউরোপে অস্‌ট্রিয়া নামে একটি দেশ আছে। তথায় গ্র্যাজ্ ইউনিভার্সিটি নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একবার ঐ স্থান হইতে আমার উপর দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠায়। ১ম—অনুস্বার ও বিসর্গের স্থান কোথায়? ২য়—মিরাক্‌ল্ প্রমাণ করিতে পার কি না। আমি পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ হইতে অনুস্বার ও বিসর্গের স্থান লিখিয়া দিলাম,—যে, ঐ দুইটির স্থান স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে। কারণ দেখাইয়া দিয়াছিলাম। ২য় প্রশ্ন অর্থাৎ মিরাক্‌ল্ প্রামাণ করিবার জন্ম আমি ঋক্‌বেদের ও অথর্ববেদের অনেক স্থান ও তন্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, এবং যোগশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ দিয়াছিলাম, যে, মিরাক্‌ল্ সত্য হইতে পারে।

তৎকালের ছাত্রেরা সাহেব প্রোফেসরদিগকে ভয় করিত, এবং বাঙ্গালী প্রোফেসরদিগকে ভক্তি করিত। একটি দৃষ্টান্ত

আমার মনে পড়িতেছে। একদিন লিট্‌ল্ সাহেব ও আমি তেতালার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি, ঐ সময় ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রেরা তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের ঘাড়ে পড়িয়া নীচে নামিতেছিল! ছাত্রদিগকে আসিতে দেখিয়া আমি সিঁড়ির একধারে দাঁড়াইলাম, সাহেব কিন্তু মধ্যস্থল দিয়া নামিতে লাগিলেন। একটি ছাত্রের হাত সাহেবের হাতের সহিত সজোরে ঠ্যাকাঠেকি হওয়াতে সাহেব তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "Who are you?" সে কহিল, "আমি ফোর্থ্ ইয়ারের ছাত্র।" সাহেব কহিলেন—"I fine you fifteen rupees." ছাত্রটি ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে সাহেব তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

[**ভ্রমসংশোধন**—প্রবাসী (১ম খণ্ড, ১৩৩২) ৮১৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শ্লোকার্দ্ধের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ হইবে—

তথাহি সানৌ মলয়স্য নাস্ততো।
মনোহরশ্চন্দন এব রোহতি।]

জীবনের মূল্য

শ্রী দেবী মুখোপাধ্যায়

হল-ঘরের দরজা খু'লে জোসেফ্ এসে জানিয়ে দিলে যে যাবার জন্তে গাড়ী প্রস্তুত হয়েছে। মা আর বোনেরা ঝুঁ'কে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁরা বল্লেন, "এখনও সময় আছে, এ যাওয়া স্থগিত কর; আমাদের ফেলে রেখে অত দূরদেশে যেও না......" আমি ব'লে উঠ্‌লুম,—"মা, আমি সম্রান্ত বংশের ছেলে; কুড়ি বৎসর বয়স হ'ল। দেশের কাজ আমার যে এখন কর্‌তেই হবে,—খ্যাতি-প্রতিপত্তি ত আমায় অর্জ্জন কর্‌তে হবে ...একজন বড় বীরপুরুষ, কিম্বা সম্রান্ত রাজপুরুষ, কি খুব শক্তিশালী একজন জেনারেল্—যা হয় কিছু একটা হ'য়ে, আমাকে নাম কিন্‌তেই হবে যে মা......"

মা বল্লেন, "আচ্ছা, তুমি যখন সুদূর বিদেশে চ'লে যাবে, তখন তোমার এই অভাগিনী মা'র দশা কি হবে, বার্ণার্ড?"

"ছেলের প্রশংসা-খ্যাতি শু'নে তোমার বুক গর্ব্বে ভ'রে উঠ্‌বে; তুমি আরও সুখ পাবে......"

"আর যদি কোনো লড়াইয়ে তোর প্রাণ নষ্ট হয় বাবা......"

"তাতে আর কি হয়েছে মা? এ জীবনটা কি? কেবল স্বপ্ন বই ত নয়। আর, এই যৌবনেই ত গৌরব পাবার, জয়লাভ কর্‌বার স্বপ্ন জাগে—বিশেষ যখন, একটা মান্যগণ্য বংশের ছেলে আমি। তুমি কিছু ভয় কোরো না মা, দু' চার বছরের মধ্যেই দেখ্‌বে, আমি একজন কর্ণেল,—কি মস্ত একজন জেনারেল,—এমন-কি ভার্সেলে একজন পদস্থ লোক হ'য়ে, তোমার কোলে ফিরে আস্‌ব।"

"সত্যি কি সেদিন আস্‌বে, বাবা?"

"আস্‌বে মা সেদিন, আস্‌বে,—তুমি দেখো, তখন সকলে আমার প্রতিপত্তির ঈর্ষা কর্‌বে,—আমায় সকলে যথেষ্ট সম্মান দেখাবে। আমায় দে'খে টুপী খু'লে সকলে মাথা নীচু কর্‌বে; আমি হেন্‌রিয়েটাকে বিয়ে কর্‌ব;—বোনেদের ভালো-ভালো ঘরে বিয়ে দেবো; আর সকলে মি'লে মহাসুখে আমাদের এই ব্রিটেনির ষ্টেটে বাস কর্‌ব।"

"এখনই তাই করো না, বাবা। টাকাকড়ির ত অভাব নেই তোমার চারিপাশে ঘু'রে এসে দেখ দেখি,—এই আমাদের 'রক বার্ণার্ড'এর মতন বড় প্রাসাদ; আর জমিজমা কারও আছে? তোমার প্রজারা কি তোমায় সম্মান দেখায় না? তুমি যখন দেশের মধ্যে ঘু'রে বেড়াও, কে তোমাকে দে'খে টুপী খোলে না, নাম ক'রে বলো দেখি? আমাদের ছেড়ে যাস্‌নে বাবা,......তোর এখানকার বন্ধুবান্ধব,—বোনেরা, এই বুড়ী মা,—এদের কাছেই থাক্। ফিরে এসে হয়ত এই মাকে আর দেখ্‌তে পাবি নে। মিছামিছি কষ্ট ক'রে খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্তে আর শরীরটা মাটি করিস্ নে। জীবনটা ভারি সুখের,—বড়ই মিষ্ট; আর আমাদের এই দেশ কি চমৎকার!......" এই ব'লে তিনি, আমাকে একটা খোলা জান্‌লার ধারে নিয়ে গিয়ে, বাগানের সুন্দর ফুলভরা রাস্তাগুলি দেখাতে লাগ্‌লেন। 'চেস্‌ট্‌নাট্‌' গাছটা ফুলে-ফুলে ভ'রে উঠেছিল; লতানে বাহারে গাছের ফুলের বাসে বাতাস মত্ত হ'য়ে উঠেছিল; রোদের আলো প'ড়ে তা'র পাতাগুলো ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছিল।

পাশের কাম্‌রাতেই বাড়ীর চাকর-বাকরেরা জমায়েত হয়েছিল। তাদের বিষণ্ণ শান্ত মূর্ত্তি নীরব ভাষায় যেন বল্‌ছিল, "হুজুর! আমাদের ছেড়ে যাবেন না, ছেড়ে যাবেন না।" আমার বড় বোন, আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধর্‌লেন। ছোটো বোন ঘরের এক কোণে ব'সে একখানা ছবির বই দেখ্‌ছিল। সে আমাকে ছবি দেখিয়ে, আব্দার ক'রে ভুলিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। আমি তাদের সকলকে সরিয়ে দিয়ে বল্লুম,—"কুড়ি বৎসর বয়স হ'ল আমার—নামজাদা ঘরের ছেলে আমি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আমাকে অর্জ্জন কর্‌তেই হবে। নাঃ—আমায় তোমরা সকলে আজ বিদায় দাও......" এই ব'লে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌লুম। সিঁড়িতে দেখ্‌তে পেলুম, হেন্‌রিয়েটা দাঁড়িয়ে আছে; তার চোখে একবিন্দুও জল ছিল না, মুখ দিয়েও তার একটিও কথা বেরুচ্ছিল না বটে, কিন্তু সে এত কাঁপ্‌ছিল যে, আর যেন সে কোনো মতেই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। তা'র সাদা রুমালখানি নেড়ে আমাকে বিদায় জানিয়েই, সে সেখানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌ল। আমি ছু'টে তা'র কাছে গিয়ে তা'কে তু'লে নিলুম, আর তা'কে আজীবন ভালোবাস্‌ব ব'লে আশ্বাস দিলুম। শীঘ্রই তা'র জ্ঞান ফি'রে এল; মার হাতে তা'র ভার দিয়ে, আমি গাড়ীর দিকে ছুটলুম। পিছন দিকে আর না তাকিয়ে, লাফিয়ে গাড়ীতে উ'ঠে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলুম।

(২)

যদি হেন্‌রিয়েটার দিকে ফির্‌তুম তা হ'লে হয়ত চিত্তবিভ্রম ঘটত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বড় রাস্তা দিয়ে চল্‌লুম। অনেকক্ষণ ধ'রে মা, বোন আর হেন্‌রিয়েটার কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তা মনে জাগ্‌ল না। আমাদের প্রাসাদ 'রক্ বার্‌ণার্ড'-এর চূড়াটা যেই দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়ে পড়্‌ল, অম্‌নি সঙ্গে-সঙ্গে আবার গৌরব অর্জ্জনের স্বপ্ন আমার মধ্যে জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে কিসব মতলব—কতই আকাশকুসুমরচনা……ধনদৌলত, মান-প্রতিপত্তি, কিছুই আর অর্জ্জন কর্‌তে বাদ পড়্‌ল না। গাড়ী যতই এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল, আমি ততই আপন মনে, উজীর, সেনাপতি, দেশের রাজা হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। শেষে সন্ধ্যার সময় আমি সেদিনকার গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলুম। এই সময়ে আমার চাকর জোসেফ্ ডাক্‌তেই, আমার স্বপ্নে গড়া সোনার রাজ্য থেকে যেন মাটিতে প'ড়ে গেলুম।

পরের দিন আবার যাত্রা সুরু হ'ল। আবার দীর্ঘপথ পাওয়ায়, আমার মনের ঘোড়া সেই গৌরবময় স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে মহানন্দে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল। অবশেষে আমরা সীডানে এসে হাজির হলুম। এখানে আমাদের পরিবারের আলাপী একজন ডিউকের সঙ্গে দেখা কর্‌ব ঠিক কর্‌লুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই আমাকে পারীতে নিয়ে যাবেন, আর সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবেন। তিনি আমাদের পরিবারকে যথেষ্ট স্নেহ কর্‌তেন আর, দুদিন বাদেই তিনি পারীতেই যাবেন ঠিক ছিল, কাজেই আশা ছিল, তিনি আমার উন্নতির যথাসাধ্য সুবিধা করে' দেবেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সীডানে পৌঁছানো গেল। কিন্তু আমাদের বন্ধুর বাড়ী সহর থেকে দূর ব'লে সে-রাত্রে আর তাঁর বাড়ী যাওয়া ঘ'টে উঠ্‌ল না। কাজে-কাজেই আর্মে-দ্য-ফ্রাঁসে নামে সেখানকার সবচেয়ে ভালো হোটেলে সেরাত্রি আশ্রয় নেওয়া গেল।

সেখানে খেতে ব'সে আমি ডিউকের বাড়ী যাবার পথ জিজ্ঞাসা কর্‌তেই, পাশের লোকটি ব'লে উঠ্‌ল, "ওঃ! সে বাড়ী আশেপাশের সকল লোকেই জানে। যে কেউ সেপথ দেখিয়ে দিতে পারে, ওই প্রাসাদেই ত সেই মস্ত বড় বীর যোদ্ধা মার্শেল ফেবার্ট্ মারা গিয়েছিল।" এই কথা শু'নেই তখনই যুবকদলের মধ্যে ফেবার্টের কথা উঠ্‌ল। কেমন ক'রে ভীষণভাবে তিনি যুদ্ধ কর্‌তেন,—অদ্ভুত বীরত্ব থাকা সত্বেও, কি-রকম বিনয় প্রকাশ ক'রে তিনি সম্রাট্ লুইএর-দেওয়া সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,—এইসব বর্ণনা চল্‌তে লাগ্‌ল। তা'রা সকলে এই ব'লে বিস্ময় প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল, কেমন ক'রে এক-একজন লোক হঠাৎ অসম্ভব-রকমের সৌভাগ্যশালী হ'য়ে ওঠে। সামান্য একজন মুদ্রাকরের ছেলে হ'য়ে ফেবার্ট্ একেবারে ফ্রান্সের মার্শেল হ'য়ে উঠেছিলেন। এর কমের আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত না পেয়ে, সকলে ঠিক কর্‌লে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু অমানুষিক ব্যাপার আছে। লোকে বলে, তিনি জাদুবিদ্যা জান্‌তেন,—একটা দৈত্যের সঙ্গে তাঁর সর্ত্ত ছিল,—সেই নাকি তাঁর সব কাজ ক'রে দিত। হোটেলের ম্যানেজার বল্লে—এখনও দেশের কৃষাণেরা বিশ্বাস করে, ঐ ডিউকের প্রাসাদে, যেখানে ফেবার্ট্ মারা গিয়েছিল সেখানে একজন কালো রংয়ের লোককে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—অথচ কেউই তার পরিচয় জানে না। চাকর-দাসীরাও, সেই কালো দৈত্যটাকে, ফেবার্টের ঘরের মধ্যে ঢুকে ফেবার্টের প্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে যেতে আস্‌তে দেখেছে। ফেবার্টের প্রাণ নাকি সে একেবারে কি'নে নিয়েছিল, কাজেই সেটা বরাবর তা'র কাছেই থাকে। এখনও যে মাসে ফেবার্টের মর্‌বার দিনটিতে, রাত্রিকালে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যে একটা কালো লোক একটা আলো হাতে ক'রে নিয়ে চলাফেরা কর্‌ছে;—সেই আলোটাই নাকি ফেবার্টের আত্মা।

আমাদের খাওয়া শেষ হ'য়ে এসেছিল। গল্পটা ভারি চমৎকার লাগ্‌ল। আমরা যাতে খুব বড় বড় যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারি, সেইজন্যে, ফেবার্টের সেই দৈত্যের নামে এক বোতল শ্যাম্পেন্ পান কর্‌লুম।

পরের দিন সকালে উ'ঠে সেই প্রাসাদের দিকে চলেছি। পুরাতন গথিক প্যাটার্নের মস্ত বড় বাড়ী; এ-ছাড়া আর তা'র কিছু বিশেষত্ব ছিল না। অন্য সময় হ'লে কিছুই হয়ত লক্ষ্য কর্‌তুম না, কিন্তু কাল রাত্রে হোটেলের গল্পটা মনে পড়ায়, হঠাৎ আমার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল।

একজন বৃদ্ধ চাকর এসে দরজা খু'লে দিতেই আমি তা'কে জানালুম যে গৃহস্বামীর সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে চাই। সে বল্‌লে, "মনিবকে এখন দেখ্‌তে পাবো কি না তা'র ঠিক নেই…আর তিনি যে দেখা কর্‌বেন এখনও কোনো স্থিরতা নেই।" আমি তা'কে আমার নামের কার্ড দিতে সে সেখানি নিয়ে চ'লে গেল. আমি একা মস্ত বড় একটা হল ঘরে ব'সে রইলুম……সে ঘরটা চারিদিকে শিকারের স্মৃতি আর পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষদের ছবি টাঙিয়ে বেশ ভালো ক'রে সাজানো। আমি খানিক-ক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকা সত্বেও চাকরটা ফির্‌ল না; নির্জ্জনতাটা আমার কাছে ক্রমশঃই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। চুপ ক'রে ব'সে থেকে ঘরের সমস্ত ছবিগুলো আর কড়ি-বরগা সব দুচার-বার যখন গুণে ফেলেছি, তখন একটা শব্দ আমার কানে গেল। চেয়ে দেখি, একটা ঘরের দরজা খু'লে গেছে;—সেটা একটা চমৎকার ড্রয়িং রুম। কাচের একটা দরজা দেখতে পাওয়া গেল—সেটা খুল্‌লেই একেবারে একটা সুন্দর বাগানে গিয়ে পড়া যায়। ঘরের মধ্যে ঢু'কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়্‌লুম্। একজন লোক দরজার দিকে পিছন করে' কোচের উপর শুয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে আমাকে লক্ষ্য না ক'রেই তাড়াতাড়ি জান্‌লার দিকে ছুটে চল্‌লেন। তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সারা দেহে নৈরাশ্যের ছাপ ফু'টে উঠ্‌ল। হাতের ওপর মাথাটি রেখে তিনি কিছুক্ষণ অচল অটল অবস্থায় ব'সে রইলেন।

তা'র পর তিনি আবার জোরে জোরে পা ফে'লে ঘরের মধ্যে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লেন। ঘোর্‌বার সময় আমি তাঁ'র দৃষ্টিপথে পড়ায়, তিনি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও ভয়ে হতভম্ব হ'য়ে আমার অবিবেচনার কাজের জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে পড়্‌লুম। পালিয়ে আস্‌বার চেষ্টা ক'রে অসংলগ্ন ভাষায়, আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

তিনি হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে, আমার হাত ধ'রে গম্ভীরস্বরে বল্‌লেন—"কে তুমি? কি চাও?"

আমি ভয়ে যেন কেমনধারা হ'য়ে গেলুম; তবু উত্তর দিলুম—"আমি 'রক্ বার্‌ণার্ড'-এর স্তাভালে বার্‌ণার্ড্……আমি ব্রিটেনি থেকে সবেমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি।"

তিনি আমাকে সস্নেহে দুহাতে জড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌লেন—"আমি তোমাদের খুব জানি—খুব জানি………" তা'র পর একখানা কোচে তাঁর পাশে বসিয়ে আমাদের পরিবারের সমস্ত সংবাদ, আমার পিতার কথা এমনভাবে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন, যাতে আমার ধারণা হ'ল ইনিই হচ্ছেন এই প্রাসাদের অধীশ্বর।"

আমি তাঁকে বল্‌লুম—"আপনিই তাহ'লে এই বাড়ীর মালিক, ম'সিয়ে—" আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি আমার দিকে কেমন যেন একভাবে চেয়ে রইলেন, তা'র পর বল্‌লেন, "হাঁ ছিলুম বটে; তবে এখন আর নই। এখন আমি আর কিছুই নই……"

আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে দে'খে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "বেশ কথা বোলো না; আমাকে একটিও প্রশ্ন কোরো না……"

আমি লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লুম "দেখুন, অনিচ্ছাসত্বেও আমি আপনার এই দুঃখভরা গতিবিধি লক্ষ্য করেছি; আশা করি', আমার শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে আপনার মনের কষ্টের কিছু লাঘব হবে—"

"হাঁ, হাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যাই হোক্, তুমি ত আর এখন আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু তথাপি তুমি আমার শেষ সাধ আর শেষ প্রতিজ্ঞার কথা আমার কাছে শুন্‌তে পারো। এইটুকু তোমার কাছে এখন আমার প্রার্থনা—তুমি ধীর হ'য়ে আমার কাহিনী শুন্‌বে—"

তিনি ঘরখানা একবার পায়চারি ক'রে ঘুরে দরজা বন্ধ করে' দিলেন, তা'র পর আমার কাছে এসে বস্‌লেন। আমি বিচলিত আর সশঙ্কিত হ'য়ে তাঁর কথা শোন্‌বার আশায় ব'সে রইলুম। তাঁর গলার স্বর ছিল গম্ভীর আর তাঁর আকৃতিতে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যা আমি কখনও কারও লক্ষ্য করিনি। তাঁর প্রশস্ত ললাট,—অদৃষ্টদেবী যেন নিজ হাতে তা চিহ্নিত করে' দিয়েছেন। গায়ের রং একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছে। চোখ-দুটি ছিল কালো, বেশ উজ্জ্বল, আর দৃষ্টি ছিল যেন অনন্ত। মাঝে-মাঝে তাঁর মুখে যন্ত্রণা আর দুঃখের হাসির ছাপ ফু'টে উঠ্‌ছিল।

তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি তোমার কাছে যে-বর্ণনা আজ কর্‌ব, তা শুনে তুমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। হয়ত আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে না। আমি নিজেই যে এখনও সব সময়ে এটা বিশ্বাস কর্‌তে পারি নে।……আমি নিজেই বলি—'না,—এ হ'তে পারে না, কিছুতেই না। কিন্তু এর প্রমাণ রয়েছে যে, জলজ্যান্ত সত্য ঘটনা! আর এটাও কি সত্য নয়, যে, অনেক সময় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ না জেনেও, আমরা অনেক অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস কর্‌তে বাধ্য হই?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কপালে হাত রেখে, বোধ হয় তিনি সমস্ত ঘটনাটি মনে কর্‌তে লাগ্‌লেন। তা'র পর ধীরে-ধীরে বল্‌লেন, "আমি এই প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেছিলুম; আমার বড় দু-ভাইই আমাদের বংশের সম্মান আর অর্থের উত্তরাধিকারী হলেন। আমি সামান্য একটা বাড়ী ছাড়া, অন্য কিছুই পাবার আশা কর্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু তথাপি, বড় হওয়ার আশা, গৌরব অর্জ্জন কর্‌বার একটা বাসনা, আমার মাথায় জেগে আমার প্রাণে আশার আনন্দ ছড়াতে লাগ্‌ল। খ্যাতি-প্রতিপত্তি-হীন হওয়ায়, আর লোকচক্ষুর অগোচরে থাকায়—যশ-প্রতিপত্তি লাভ কর্‌বার জন্যে আমি যেন মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লুম। এই খেয়াল আর পাগ্‌লামিতে আমার জীবনের আনন্দ বা মাধুর্য্য উপভোগ কর্‌বারও আর হুঁস রইল না। বর্ত্তমানকে আমি ত মোটেই আমলে না এনে, ভবিষ্যতের আশায় প্রাণ ধারণ ক'রে রইলুম; কিন্তু ভবিষ্যৎও আমার কাছে মধুর হ'য়ে ধরা পড়্‌ল না।

ত্রিশ বছর বয়স যখন আমার হ'ল, তখনও আমার আসল কাজের মতন কাজ, জীবনে কিছু হ'য়ে উঠ্‌ল না। এই সময়ে পারী সহরে, সাহিত্য-সাধনার বাতি, এমন উজ্জ্বল হ'য়ে জ্ব'লে উঠল, যে আমাদের এই সুদূর মফস্বলেও, তা'র খানিক আলো ছড়িয়ে পড়্‌ল। আমি ভাব্‌লুম,—হায়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেই যদি একটা নাম কিনে, আমি বিখ্যাত হ'তে পার্‌তুম, তা হ'লেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যেত।……আমার কাজকর্ম্ম কর্‌বার জন্যে একজন বুড়ো চাকর ছিল;—সে আমার জন্মাবার বহু আগে হ'তেই আমাদের বাড়ী কাজ কর্‌ছে। এ-দেশের মধ্যে, ওই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন,—কেননা, কবে যে, সে প্রথম এ-দেশে এল তা কেউই বল্‌তে পারে না—চাষা লোকেরা ব'লে থাকে,—মার্শেল ফেবার্টের মর্‌বার সময়ও নাকি বেঁচে ছিল, আর আসলে ও হচ্ছে নাকি একটা বদ্‌মাইস্ দৈত্য…"

এই নাম শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে চমকিত হলুম। সম্মুখের অপরিচিত লোকটি, আমার এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য ক'রে তা'র কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। আমি বলে' উঠ্‌লুম,—"না ও কিছু নয়।" আমার মনে কিন্তু এই ধারণা দৃঢ় হ'ল, যে, কাল সন্ধ্যাবেলা হোটেলে সকলে, এর কথাই গল্প কর্‌ছিল……

ভদ্রলোকটি আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"একদিন ইয়াগোর কাছে,—আমার ওই কাফ্রি-চাকরটার ঐ নাম কি না,—আমি আমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত কর্‌লুম; আমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীন, নিষ্ফল জীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লুম। আমার ব্যর্থ একঘেয়ে জীবনযাত্রার জন্য আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ছিলাম। অবশেষে হতাশ হ'য়ে নিরাশ কণ্ঠে বল্‌লুম, 'আমি যদি প্রথম শ্রেণীর একজন নামজাদা গ্রন্থকার হ'তে পার্‌তুম তা' হ'লে সানন্দে আমি আমার জীবনের দশ বৎসর পরমায়ু দান ক'রে দিতাম।

'ইয়াগো শান্তকণ্ঠে বল্‌লে,—"দশ বৎসর! এ যে চড়া দাম হ'য়ে গেল! সামান্য এই ব্যাপারের জন্য, এ যে প্রচুর ব'লে মনে হচ্ছে। যাই হোক, আমি তোমার দশ বৎসরই গ্রহণ কর্‌লুম,……তোমার অঙ্গীকারের কথা কিন্তু মনে থাকে যেন,……আমি কিন্তু আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর্‌ব—এটা ঠিক্ জেনো।"

তা'কে এইরকম বল্‌তে শুনে, আমার যে কি রকম আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, তা আর তোমাকে কি বল্‌ব। আমি ভেবেছিলুম, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তা'র বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। তা'র কথায়, আমি একটু হাস্‌লুম মাত্র! তা'র পর আর তা'র কোনো খবর আমি রাখ্‌লুম না। দিন-কয়েক পরে, আমি পারীতে গিয়ে হাজির হলুম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে আমি উৎসাহিত হ'য়ে খানকয়েক বই প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লুম, সেগুলো সব খুব উঁচুদরের বই দাঁড়িয়ে গেল। যাক্,—তা'র বিশদ বিবরণ আমি আর এখন দিতে চাইনে। এই বল্‌লেই চল্‌বে, সারা দেশের লোক আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে পড়্‌ল, আর কাগজগুলো আমার প্রশংসা ক'রে পাতা ভরাতে লাগ্‌ল। আমি যে ছদ্ম নামের আশ্রয় গ্রহণ করে' বই লিখ্‌লুম,—ক্রমে সে নাম এত প্রসিদ্ধ হ'য়ে পড়্‌ল, যে আজকালকার দিনের ছোক্‌রারা—তোমরা পর্য্যন্ত—তা'র বইয়ের কদর করো…"

তিনি যে কে হ'তে পারেন; মনে-মনে চিন্তা ক'রেও কিছু ঠিক্ কর্‌তে না পেরে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লুম। তা'র পর বল্‌লুম,—তা হ'লে আপনি এবাড়ীর কর্ত্তা;…ডিউক্ নন্?

তিনি শুধু শান্তভাবে উত্তর দিলেন "না," তা'র পর দুঃখভরা একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন কর্‌লেন। মুখে তাঁর একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল। তা'র পর আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—"এই সাহিত্যিকের গৌরব—যা লাভ কর্‌বার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব পণ ক'রে বসেছিলুম—এতে আর আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত রইল না। আরও বেশী খ্যাতি অর্জ্জন কর্‌বার জন্যে আমার হৃদয় নেচে উঠল। ইয়াগো আমার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখ্‌বার জন্যে সঙ্গে-সঙ্গে পারীতে এসে হাজির হয়েছিল। আমি তা'কে বল্‌লুম—এ কি!…এতে প্রকৃত গৌরব নেই। বিচক্ষণ সমরজয়ী বীর পুরুষ না হ'লে সত্যকার খ্যাতি পাওয়া যায় না। লেখক বা কবি…এসব ত কিছুই নয়। এর চেয়ে আমি একজন জেনারেল বা পল্টনের ক্যাপ্‌টেন হ'তে পার্‌লে ঢের বেশী সুখী হতুম। দ্যাখো ইয়াগো—আমি যদি সৈন্য-বিভাগে খুব খ্যাতিলাভ কর্‌তে পারি, তা হ'লে আমি হাস্‌তে-হাস্‌তে আমার জীবনের আরও দশটা বৎসর নষ্ট কর্‌তে রাজি আছি……

ইয়াগো বল্‌লে—'তথাস্তু আমিই তোমার ওই দান গ্রহণ কর্‌লুম, কিন্তু শেষে যেন ভু'লে যেও না…দেখো…" আমার মুখে ভয় আর অবিশ্বাসের যে ছাপ ফু'টে উঠেছিল সেটা লক্ষ্য ক'রে ওই অদ্ভুত লোকটি আবার চুপ কর্‌লেন। তিনি আমাকে বল্‌লেন